১৩শ অধ্যায়ঃ মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আ.

প্রারম্ভিক কথাঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আ. সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অত্যান্ত জরুরী। কারন বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের করুন অবস্থায় গোটা জাতি আজ মাহদীর জন্য অপেক্ষমাণ। আবার মাহদী সম্পর্কে সমাজে অনেক ভুল ধারনাও বিদ্যমান। যার মূলে রয়েছে কিছু মাওদ্বু', মাতরুক ও দ্বাইফ হাদীছ।

ইসলাম মহান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র জীবন আদর্শ। বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কর্ম; এ তিনের সমন্বয়েই একজন মানুষ প্রকৃত মুসলিম হতে পারে। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ঈমান ও আ'মাল।

ইসলামের রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। কোনো কোনো শাখার আবার ভিন্ন নামও রয়েছে। যেমনঃ ইসলামের সামাজিক দর্শনের নাম শারীয়াহ আর ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা মুসলিমদের ফরজ দায়িত্ব। রাসূল সা.র সময়ে মুসলিমরা ছিল একতাবদ্ধ, একই সমাজ ও একই জাতিভুক্ত। তখন তাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠন ও পরিচালনার একমাত্র বিধান ও সংবিধান ছিল আল-কুরআন। আল-কুরআনই ছিল আইনের একমাত্র উৎস।

রাসূল সা. ও সাহাবাদের পর মুসলিম সমাজে নৈতিক ও আদর্শিক বিচ্যুতি শুরু হয়, মুসলিমরা ধীরেধীরে কুরআনের আইন থেকে সরে আসতে শুরু করে, ১৯২৪ ঈসায়ী সনে খিলাফাহ ধ্বংসের পর তা চুড়ান্ত রূপ ধারন করে। বর্তমানে আমাদের অনেকেই নামে মুসলিম হলেও কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যে সব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে-ই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও রীতিনীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা হল বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগত ভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব। আল-কুরআন শিক্ষা দেয় আল্লাহ-ই সকল ক্ষমতার উৎস আর গণতন্ত্রের শিক্ষা হল জনগণ-ই সকল ক্ষমতার উৎস। ইত্যাদি।
- আমাদের সমাজের যে সব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সূদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সূদ। (এ সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন সূরাহ যুখরুফঃ ৪৪)
- আমাদের যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন তথা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত আছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সা.'র সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।

বর্তমানে মুসলিমরা নানা দলে বিভক্ত এবং ওইসব দলগুলো পরস্পরের প্রতি নেতিবাচক ও বিদ্বেষপূর্ণ মনমানসিকতা লালন করে। তাদের পারষ্পারিক বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেগেছে যে, মাহদী কোনো একক দলের সমর্থক হলে বা কোনো দল মাহদীকে সমর্থন দিলে অন্য দলগুলো মাহদীকে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। তাই এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও সঠিক তথ্য জানা অতি জরুরী। আর অতি জরুরী এ বিষয়ে আপনাদেরকে সঠিক তথ্য জানানোর জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। সহজভাবে বুঝার জন্য এ অধ্যায়কে আমরা ৩টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

১ম অনুচ্ছেদঃ মাহদী
২য় অনুচ্ছেদঃ দাজ্জাল
৩য় অনুচ্ছেদঃ ঈসা আ.

১ম অনুচ্ছেদঃ মাহদী

কিয়ামতের আগে মুসলিম জাতি যখন করুন অবস্থায় পতিত হবে, মুসলিমরা যখন দলে দলে ও দেশে দেশে বিভক্ত হয়ে পড়বে, সবাই যখন দল ও দেশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, উম্মতের চিন্তা করার মত যখন তেমন কেউ থাকবে না, এমনি অবস্থায় মুসলিমদের মাঝে একজন নেতা আবির্ভুত হবেন, যিনি পূরা উম্মাহ নিয়ে কাজ করবেন, যিনি শুধু দল বা দেশ নয় বরং পূরা উম্মতের নেতা হবেন, যিনি মুসলিমদের জাতীয় নেতা হিসেবে পুরা জাতির নেতৃত্ব দেবেন, মুসলিম জাতিকে সঠিক পথে তুলে আনবেন এবং সঠিকভাবে পরিচালিত করবেন। বর্নিত হচ্ছে..

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحاً وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أوثمانيا -يعني حججاً .-رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমার উম্মতের শেষ সময়ে মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। আল্লাহ তাকে বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করবেন। যমীন তখন তার ফল-ফসল বের করে দেবে (মানে তখন অধিক ফসল উৎপন্ন হবে।) আল্লাহ তাকে অনেক সম্পদ দান করবেন। তখন প্রচুর গবাদিপশু উৎপন্ন হবে। মাহদী একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করবে। সে সাত অথবা (বলেছেন) আট (বছর) বেঁচে থাকবে। (হাকীম। শাইখ আল-বানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

মাহদী পরিচিতিঃ মাহদী কারো নাম নয়, মাহদী একজন নেতা, মাহদী অর্থ সঠিক পথে পরিচালিত ব্যক্তি। শেষ যামানায় মুসলিম জাতির মাঝে একজন জাতীয় নেতার আগমন ঘটবে, যিনি নিজে সঠিক পথে চলবেন এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, আর এ জন্যই তাকে মাহদী নামে অভিহিত করা হয়েছে। হাদীছে তার উপাধি দেওয়া হয়েছে খালীফাহ মাহদী। তবে শিয়ারা ১২ ইমামে বিশ্বাস করে, তারা মনে করে মাহদী ১২ ইমামের একজন, তাই তারা বলে ইমাম মাহদী। তাদের বিশ্বাস মাহদী হবেন তাদের ১২তম ঈমাম।

বিঃ দ্রঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ, ইসলামে যেমন ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে তেমনি রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতিসহ মানব জীবনে মেনে চলার যাবতীয় নিতিমালা ও দর্শন। দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে ইসলাম যেসব মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে এসবের মূলভিত্তি হল তাওহীদ তথা এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা। আর এজন্যই ইসলাম যে রাজনৈতিক দর্শন দিয়েছে এর নাম খিলাফাহ, মানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা। ইসলামী দর্শন মতে মুসলিম বিশ্ব সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একতাবদ্ধ থাকবে। মুসলিমদের জাতীয় ঐক্যের এ একক ফর্মুলার নাম খিলাফাহ আর এর নির্বাহী নেতার পদবি হবে খালীফাহ মানে প্রতিনিধি। খালীফাহগণ যমীনে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করবেন। আর শেষ যামানায় মাহদী হবেন এমনি একজন খালীফাহ।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল শিক্ষা হল বিশ্ব মুসলিমের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য তথা জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজ ভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করে (৬২২-৬৩২ ঈসায়ী পর্যন্ত) দশ বছর এ জাতিকে শাসন করেছিলেন স্বয়ং রাসূল সা.। পরে এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছিলেন সম্মানিত খালীফাহগণ।

- প্রথমে খুলাফা রাশিদীন, (আবু-বকর, উমর, উছমান ও আলী রাঃহুমের শাসন। ৬৩২-৬৬১ ঈসায়ী পর্যন্ত। এ শাসনের মূল কেন্দ্র ছিল মদীনাহ। আলী রা.র সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মদীনাহ থেকে কুফায় নিয়ে যাওয়া হয়।)
- তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ, (৬৬২-৭৫০ ঈসায়ী। দামেস্ক কেন্দ্রিক)
- তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ, (৭৫০-১২৯৯ ঈসায়ী, বাগদাদ কেন্দ্রিক। যদিও তাদের শাসন ১৫১৭ ঈসায়ী পর্যন্ত বলবত ছিল। তাদের শাসনের এক পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় মিশর কেন্দ্রিক আরেকটি খিলাফাহ, যাকে মামলূকী খিলাফাহ বা ফাতেমী খিলাফাহ বলা হত। ১২৫০ ঈসায়ী পর্যন্ত মামলুকী শাসন বলবত ছিল। পরে মহাবীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর হাতে এর সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় আইয়ুবী যোগ। পরে উছমানী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবার পর শাসন ভার চলে যায় উছমানীদের হাতে।)
- সবশেষে উছমানী খিলাফাহ। (১২৯৯-১৯২৩ ঈসায়ী, ইস্তাম্বুল কেন্দ্রিক)

কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খিলাফাহ। তারপর...

- রাসূল সা.র হাতে গড়া তাওহিদী সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরতান্ত্রিক সমাজ।
- কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মানবরচিত ও মনগড়া বিধান।
- এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- মুসলিম জাতীয়তাবাদের জায়গায় চালু হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- খিলাফাহর জায়গা দখল করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জায়গায় চালু হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি।

এভাবে মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করা হয়, মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে দেয়া হয়, লঙ্ঘন করা হয় আল্লাহর আদেশ। তবে শেষ যামানায় সঠিক ইসলামের অনুসারী একজন খালীফাহ আসবেন, আবার খিলাফাহ কায়েম হবে, আর এ নেতাই হবেন খালীফাহ মাহদী।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ ইসলামী দেশ পরিচিতিঃ একটি দেশ ইসলামীক, না কুফরতান্ত্রিক? এটা নির্ধারন হবে দেশের মূলভিত্তি, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দর্শন ও সামাজিক আদর্শের উপর। ইসলামী দেশের..

- মূলভিত্তি হবেঃ **এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব**, (আল্লাহ ছাড়া অন্যসকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া শিরক)
- ইসলামী দেশের জাতীয়তাবাদ হবেঃ **মুসলিম জাতীয়তাবাদ** (মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্যের প্রতীক। আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বিভাজন তৈরি করে তাই নৈতিকভাবে এটা মেনে নেওয়া কুফর)
- রাজনৈতিক দর্শন হবেঃ **খিলাফাহ** (ইসলামের ইউনিক রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ, খিলাফাহ মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, খিলাফাহ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের মূলশক্তি)
- সামাজিক আদর্শ হবেঃ **শারীয়া'হ**। (শারীয়া'হ বিরোধী কোনো আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন বা মতবাদ মেনে নেওয়া কুফর)

মাহদীর বংশ পরিচয়ঃ মাহদী হবেন নবী সা.র মেয়ে ফাতিমাহ রা.র বংশ থেকে। তার নাম হবে রাসূল সা.র নামে (আহমদ বা মুহাম্মাদ) এবং তার পিতার নাম হবে রাসূল সা.র পিতার নামে। বর্নিত হচ্ছে..

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة .رواه أحمد وابن ماجه صححه أحمد شاكر والألباني.

আলী রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ মাহদী হবে আমার পরিবারের একজন, আল্লাহ এক রাতেই তার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিক করে দেবেন। (আহমদ, ইবন মাজা। শাইখ আলবানীর তাহকীক মতে হাদীছটি হাসান)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة .رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.

উম্মু-সালামাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ মাহদী হবে আমার পরিবারের, ফাতিমার সন্তান। (আবু-দাউদ, ইবন মাজা। শাইখ আলবানীর তাহকীক মতে হাদীছটি হাসান)

মাহদীর নামঃ হাদীছ থেকে বুঝা যায়; মাহদীর নাম হবে রাসূল সা.র নামে, মুহাম্মাদ বা আহমাদ। আর মাহদীর পিতার নাম হবে রাসূল সা.র পিতার নামে। বর্ণিত হচ্ছে..

وهناك أحاديث صحيحة صحيحها الحافظ ذكر فيها المهدي باسمه وبصفاته، منها ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي ﷺ قال لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي.

আবু-সাঈস আল-খুদরী রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে না যতক্ষন না আরব শাসন করবে আমার পরিবারের একব্যক্তি, যার নাম হবে আমার নামে (মুহাম্মাদ বা আহমদ) এবং পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ) *মাহদীর পরিচয় সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে।*

মাহদী আগমনের পটভূমিঃ দুনিয়া তখন পাপাচারে ভরে উঠবে। মুসলিমদের নৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক অবক্ষয় ঘটবে। বিশ্বব্যাপী খৃষ্টানদের দাপট বাড়বে। তারাই হবে দুনিয়ার নিয়ন্ত্রক শক্তি। আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা কমে যাবে। একসময় শত্রুর ভয়ে তারা আত্মগোপন করে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। তখন খুরাসানে (বর্তমান আফগানিস্থান, পাকিস্থান ও ইরানের কিছু এলাকাসহ মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল নিয়ে তখনকার খুরাসান ছিল) শক্তিশালী একটি মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠবে। ইরাক, শাম (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিন নিয়ে গঠিত ছিল তখনকার শাম) ও ইয়েমেনে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইসলামকে পুনরায় নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আবির্ভুত হবেন একজন মুসলিম সিপাহসালার, হাদীছে যাকে খালীফাহ মাহদী বলা হয়েছে। তিনি মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য পুনঃগঠন করবেন এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত করবেন। বর্নিত হচ্ছে..

رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث **عبد الله بن حوالة** رضي الله عنه ولفظ أبي داود وأحمد هو :سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة: جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غُدرِكم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وصححه الحاكم والذهبي وقال الألباني في تحقيقه لكتاب" فضائل الشام : "صحيح جدا

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালাহ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের সেনারা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক বাহিনী থাকবে শামে, একটি ইয়েমেনে আর একটি ইরাকে। আব্দুল্লাহ বলেনঃ আমি দাড়িয়ে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি এ অবস্থায় পতিত হই তবে আপনি আমার জন্য কোনটি পছন্দ করবেন। রাসূল সা. বললেনঃ তুমি অবশ্যই শামে যাবে। কারন আল্লাহর কাছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ভূমি, আল্লাহ তার উত্তম বান্দাদেরকে উত্তম ভূমিতে নিয়ে জমা করবেন। আর যদি না পার তবে সময় সুযোগ মত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে সাবধান! কোনো ধোঁকায় পা দেবে না। কারন আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) শাম ও শামবাসীর জিম্মাদারী নিয়েছেন। (আহমাদ, আবু-দাউদ। শাইখ আলবানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

দলাদলি ও বিভাজনঃ মাহদী আগমনের আগে মুসলিম উম্মতের মাঝে দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি হবে। মুসলিমগণ নানা দলে ও নানা দেশে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং দায়ীগণ দায়ী' ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ দিকে আহ্বানকারী না হয়ে দায়ী' ইলালফিরাক্ব তথা দলের দিকে আহ্বান করবে, যা আসলে জাহান্নামের দিকে আহ্বানেরই নামান্তর। বর্নিত হচ্ছে.. হুযাইফাহ্ রা. বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা.র কাছে কল্যাণকর বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করত আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইতাম; এই ভয়ে যেন আমি তাতে পতিত না হই। একদা আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা সদয় হয়ে আমাদেরকে এ কল্যাণ (দীন) দান করেছেন। (এখন আমি জানতে চাই) এ কল্যাণের পর আবার কী অকল্যাণ চলে আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যা.., আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যা.., তবে তাতে ধোঁকা থাকবে। আমি বললামঃ ধোঁকা..! কি ভাবে..? বললেন, লোকেরা আমার নীতি-আদর্শ বর্জন করে অন্য নীতি-আদর্শ গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। তাদের কিছু বিষয় ভালো দেখবে আর কিছু মন্দ /তাদের কিছু বিষয় হবে জানাশোনা মানে দলীল ভিত্তিক আর কিছু অজানা মানে দলীল বিহীন /তাদের কিছু বিষয় হবে ইসলাম মত আর কিছু ভিন্ন।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেই (ধোকা যুক্ত) কল্যাণের পর কি আরো অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ.., তখন কিছু দায়ীর আগমন ঘটবে যারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে, যে বা যারা তাদের এ দাওয়াত গ্রহন করবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের পরিচয় বর্ননা করুন। তিনি বললেনঃ তারা আমাদের চামড়ায় (লেবাসে) সজ্জিত হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে (তথা ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার

করবে।) আমি বললামঃ আমি যদি সে অবস্থায় উপনীত হই তখন আমার করনীয় কি হবে? তিনি বললেনঃ মুসলিমদের জামায়াত ও মুসলিমদের নেতাকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, তখন যদি মুসলিমদের জামায়া'ত (প্রতিষ্ঠিত জাতি) ও নেতা না থাকে (তখন আমি কি করব)? তিনি বললেনঃ তখন ওই সকল দলকে বর্জন করবে, যদিও এ জন্য তোমাকে গাছের শিকড় আকড়ে থাকতে হয়, তুমি এ অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয় (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সকল প্রকার দলাদলি ও দলবাজদের থেকে দূরে থাকবে এবং যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে হলে দলাদলি ও দলবাজদের থেকে বেচে থাকতে হবে) (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীছ পর্যালোচনাঃ উক্ত হাদীছে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যথা..
১. উম্মতের মাঝে দলাদলি ও বিভাজন
২. ইসলামের নামে এমন একদল দায়ী'র আবির্ভাব হবে যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে

বাস্তবতাঃ ১৯২৪ ঈসায়ী সনে খিলাফাহ ধ্বংসের পর মুসলিম উম্মাহ জাতিগত ও ফিরকাহগত ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে আর এ বিভাজনের মূল কারন ২টি।
১. জাতিগত বিভাজনের মূল-কারন আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, আর এ জন্য দায়ী আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা, কারন তারাই কাফির সমাজ থেকে বিভাজনের এ দর্শন আমদানী করে মুসলিম উম্মাহকে নানা জাতিতে বিভক্ত করে ফেলেছে।
২. ফিরকাহগত বিভাজনের মূল-কারন দলাদলি আর এজন্য দায়ী এক শ্রেনীর উলামা, কারণ তারাই ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে মসলক ও মিনহাজের নামে উম্মতকে ছিন্নভিন্ন করে লুটেপুটে খাচ্ছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি অন্য জাতিসমূহের কাছে যে পরিচয়ে পরিচিত হয় এটা-ই জাতীয়তা। আর যে নীতি বা আদর্শের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হল জাতীয়তাবাদ। মানুষের মাঝে তিন ধরনের জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। যথা.. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

১. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভৌগলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করে জাতি গঠনের নীতি বা দর্শন-ই হল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শন, বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে এ নীতি মানা হচ্ছে এবং ইসরাঈল ছাড়া আর সকল দেশে-ই এ নীতি মেনে অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন করা হয়েছে। যেমন..

- আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা বাংলাদেশী;
- যারা ভারতের নাগরিক তারা ভারতী;
- যারা পাকিস্তানের নাগরিক তারা পাকিস্তানী;
- যারা ইরাকের নাগরিক তারা ইরাকী;
- যারা সৌদি আরবের নাগরিক তারা সৌদি, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ = ইসলামী বিধান মতে দুনিয়ার সকল মুসলিম এক-ই জাতি, মুসলিম জাতি। তাই অঞ্চল ভিত্তিক প্রদেশ, দেশ, ইমারাত, সালতানাত গঠন করলেও অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন কোনো অবস্থাতে-ই বৈধ নয় বরং জাতি গঠিত হবে ইসলাম ভিত্তিক। মানে আমরা মুসলিম জাতি, দুনিয়ার সকল মুসলিম এক-ই জাতি।

২. ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন একটি জাতি পরিচিত হয়; তখন এটাকে বলা হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা অন্য দেশের নাগরিক হলেও) তারা বাঙ্গালী।
- যারা আরবী ভাষায় কথা বলে (সৌদি আরব, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইত্যাদি যে কোনো দেশের নাগরিক হোক) তারা সবাই আরবী, ইত্যাদি।

৩. ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি যখন ধর্মকে কেন্দ্র করে গঠিত ও পরিচিত হয় তখন এটাকে বলা হয় ধর্মীয় জাতীয়াতাবাদ বা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- আমরা যারা ইসলাম মেনে চলি তারা মুসলিম;
- যারা খৃষ্টানিজম মেনে চলে তারা খৃষ্টান;
- যারা ইয়াহুদীবাদ মেনে চলে তারা ইয়াহুদী;
- যারা হিন্দুত্ববাদ মেনে চলে তারা হিন্দু, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ = ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে দেশের সীমানার উপর ভিত্তি করে জাতি গঠিত হয় না বরং ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠন হয়। তাই বিভিন্ন দেশের নাগরিক হয়েও শুধু ধর্ম এক হবার কারণে মানুষ এক-ই জাতিভুক্ত হয়। সুতরাং একজন মুসলিম যে কোনো দেশে থাকুক এবং যে কোনো দেশের নাগরিক হোক, একজন মুসলিম হিসেবে মুসলিম জাতিভুক্ত। তাই মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত দেশের নাগরিক হবে সকল মুসলিম এবং নাগরিকত্ব পাবে সকল মুসলিম। ইসলামী সরকারকে এ বিধান মেনে চলতে হবে এবং এ বিধান-ই হবে তাদের নাগরিক আইনের মূলনীতি।

আমাদের জাতীয় পরিচয়ঃ আমরা মুসলিম, মুসলিমই আমাদের নাম, মুসলিমই আমাদের পরিচয়। যে নীতি মেনে আমাদের জাতি গঠিত হয়েছে এর নাম "মুসলিম জাতীয়তাবাদ" সুতরাং এটাই আমাদের জাতীয়তা, এটাই আমাদের পরিচয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর, পরিপূর্ন জিহাদ। (জিহাদের জন্য) তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ (আকড়ে থাকো।) সে-ই **মুসলিম** হিসেবে তোমাদের নাম করন করেছে.. (২২ হাজ্জঃ ৭৮)

জ্ঞাতব্যঃ প্রিয় ভাই ও বোন! আমি মুসলিম, আপনি মুসলিম, আমরা সবাই মুসলিম, মুসলিম-ই আমাদের আসল পরিচয়। আমরা সবাই মুসলিম জাতির সদস্য, মুসলিম উম্মাহর একজন, এটা-ই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়, এটা-ই আমাদের জাতীয় পরিচয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচিত করল সে-ই উত্তম ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের মুসলিম পরিচয়কে সবার উপরে তুলে ধরল সে-ই উত্তম কথা বলল। মহান আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন..

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)

তার কথার চেয়ে সুন্দর কথা আর কার? যে নিজে সৎকাজ করে, (অন্যকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং ঘোষণা করেঃ আমি **"মুসলিম"** জাতির একজন। (৪১ ফুসসিলাতঃ ৩৩)

জ্ঞাতব্যঃ আসলে আমরা যে যেখানেই থাকি, যে যাই করি, মুসলিম হিসেবে আমরা সবাই এক ও অভিন্ন। আমাদের জাতিসত্বা এক, আমরা সবাই একই জাতিভূক্ত, একই জাতির সদস্য। আমরা সবাই মুসলিম। আমাদের সকলের একই জাতি, একই উম্মাহ। মহান আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন...

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)

এটাই তোমাদের জাতি, (তোমরা সবাই) একই জাতি আর আমিই তোমাদের রাব্ব। সুতরাং ইবাদাত কর শুধুই আমার। (২১ আম্বিয়াঃ ৯২)

ইবাদাত পরিচিতিঃ এক আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে..

- নিজের উপর মহান আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিতে হয় তথা মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কারো প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া যাবে না।
- পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনতে হয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধান ও তথ্যসমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং এর বিপরীতে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না।
- আল্লাহর দেওয়া ও রাসূলের আনীত যাবতীয় আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নিতে হয় এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো আদর্শ, দর্শন, বিধিবিধান, রীতিনীতি বা মতবাদ মেনে নেওয়া যাবে না।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এককভাবে মহান আল্লাহ প্রদত্ব দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা ও বিধিবিধানকে মেনে চলতে হয়।

মাহদীর জন্য অপেক্ষাঃ বর্তমান সময়ে মুসলিম জাতি নানা সমস্যায় জর্জরিত আর এসব সমস্যা থেকে উত্তরনে আমরা মাহদীর অপেক্ষায় আছি এবং অপেক্ষার প্রহর গুনছি। আমাদের এ অবস্থা তথা নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় অবক্ষয় ও দলাদলিকে রাসূল সা.র আগমনের পূর্বে বানী-ইসরাঈলের অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। তারাও তখন নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শেষ নবীর আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। নবী আসার পর তারা তাকে চিনেও ছিল কিন্তু দলীয় প্রতিহিংসার কারনে মেনে নিতে পারেনি। তাদের বর্ননা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

আর এখন তাদের (বানী-ইসরাঈলের) কাছে এসেগেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব (আল-কুরআন) যা আগেকার বিষয়াদির (কিতাব, বিধান ও নবীর) সত্যায়নকারী। ইতোপূর্বে তারা (শেষ নবীর সঙ্গী হয়ে) কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত আর যখন সে চলে এলো এবং তারা তাকে চিনতেও পারল তখন তার সাথে কুফর (তাকে মেনে নিতে অস্বীকার) করল। (যারা এমন করে তারা কাফির হয়ে যায় আর) কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত। (২ বাকারাহঃ ৮৯)

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ আলীমগণ জানত শেষ যামানায় একজন নবী আসবেন এবং তিনি হবেন বিশ্বনবী। তবে তারা মনে করত যেহেতু তারা-ই একমাত্র সঠিক দ্বীনের অনুসারী তাই বিশ্বনবী হবেন তাদেরই একজন। কিন্তু একজন আরব যখন বিশ্বনবী হয়ে এলেন, তারা তাকে চিনতেও পারল, তথাপিও শুধু জাতিগত প্রতিহিংসার কারণে মেনে নিতে পারল না বা মেনে নিল না।

খালীফাহ মাহদীকে মেনে নেয়ার ব্যাপারেও আমাদের ঠিক একই অবস্থা হবে। আমরা মুসলিমরা জানি মাহদী আসবেন এবং মাহদী বিশ্ব বিজয় করবেন। তাই আমরা মাহদীর জন্য অপেক্ষা করছি। মনে মনে ভাবছি; আমরাও মাহদীর সঙ্গী হয়ে বিশ্ব বিজয়ের অংশীদার হব।

কিন্তু সমস্যা হল আমরা আজ নানা দলে বিভক্ত এবং সকল দল-ই মনে করে তারাই একমাত্র সঠিক আর অন্য সবাই বিভ্রান্ত। তাই তাদের দলের বাইরে অন্য কেউ মাহদী হয়ে আসলে কোনো দল-ই মেনে নেবে না বা মেনে নিতে পারবে না। যেমন মনে করেন..

- সালাফী বা আহলে হাদীছের কেউ যদি মাহদী হয়ে আসেন তবে কি দেওবন্দি বা বেরলভীরা মেনে নেবে?
- দেওবন্দিদের কেউ মাহদী হলে কি আহলে হাদীছ বা বেরলভীরা মানতে পারবে?
- বেরলভীদের কেউ মাহদী হলে কি হবে দেওবন্দী বা আহলে হাদীছের অবস্থা?
- জামায়াতী বা ইখওয়ানী কেউ মাহদী হলে কি হবে সাউদী সালাফীদের?
- আর জিহাদীদের কেউ মাহদী হয়ে আসলে মানতে পারবে কি জামায়াতী, ইখওয়ানী, তাবলিগী বা গণতান্ত্রিক ইসলামিষ্টরা?

মাহদীর আত্মপ্রকাশ ও মুনাফিকদের ভূমিকাঃ আরব সমাজে যখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, এমনি এক পরিস্থিতিতে খালীফাহ মাহদী মক্কাতে আত্মপ্রকাশ করে খিলাফাহ ঘোষনা করবেন। কিছু মানুষ মাহদীর আনুগত্য মেনে নেবে এবং তাকে খালীফাহ হিসেবে মেনে নিয়ে তার হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করবে। তিনি মাসজিদ হারামের নিয়ন্ত্রন নিয়ে মক্কাহ কেন্দ্রিক খিলাফাহ ঘোষণা করবেন। তখন বিশ্বব্যাপী হৈচৈ শুরু হবে, ক্ষেপে উঠবে কাফির জগত। শুরু হবে বিশ্ব মিডিয়ার বিশ্ব প্রপাগান্ডা, মাহদীকে হত্যা করে (তাদের ভাষায়) মক্কাকে দখলমুক্ত করতে ধেয়ে আসবে (মুসলিম নামধারী মুনাফিক দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত) সমন্বিত মিত্র-বাহিনী। বর্নিত হচ্ছে..

عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم

আব্দুল্লাহ বিন স্বাফওয়ান উম্মু-ল-মুঅমিনীন থেকে বর্ননা করেন, রাসূল সা. বলেছেন অদূর ভবিষ্যতে কিছু মানুষ (মাহদী ও তার অনুসারীরা) বাইতুল্লায় আশ্রয় নেবে। তাদের না থাকবে তেমন শক্তি, না থাকবে তেমন সংখ্যা আর না

থাকবে তেমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তখন তাদের মারার জন্য এক বিরাট বাহিনী পাঠানো হবে কিন্তু এরা "বাইদ্বা" পৌছালে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাবে। (মুসলিমঃ ২৮৮৩/৭। প্রায় সমান হাদিছই ২৮৮২, ২৮৮৩, ২৮৮৪ এ বর্নিত হয়েছে)

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ثم ذكر شيئاً لم أحفظه فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي .رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال :على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير :هذا إسناد قوي صحيح.

ছাওবান রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ (এমন এক সময় আসবে, যখন) তোমাদের কানজ (খনিজ সম্পদ, মক্কাহ, নেতৃত্ব) অর্জনের জন্য ৩ ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের সবাই হবে খালীফাহর (অন্য বর্ননা মতে বাদশাহর /শাসকের) ছেলে। তবে এদের কেউ-ই মসনদে বসতে সক্ষম হবে না। এমতাবস্থায় পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাবাহী অনেক বাহিনী চলে আসবে এবং এদের সাথে যুদ্ধ করবে, তারা তোমাদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করবে যা অন্য কেউ করেনি। ছাওবান বলেনঃ অতঃপর রাসূল সা. আরোকিছু কথা বলেছিলেন যা আমি মনে রাখতে পারিনি। (অন্য বর্ননা মতে তখন একব্যক্তি মদীনাহ থেকে মক্কাহ চলে আসবে এবং মক্কার লোকেরা তাকে খালীফাহ বানিয়ে তার হাতে আনুগত্যের শপথ করবে) তোমরা যখন তাকে দেখবে তখন বরফের উপর ক্রলিং করে আসতে হলেও অবশ্যই তার কাছে বাইয়াত (তার আনুগত্যের শপথ) করবে। কারন তিনিই হবেন আল্লাহর মনোনিত খালীফাহ মাহদী। (ইবনু মাজা, হাকিম, হাদীছটি সাহীহ)

মাহদীর কর্মপদ্ধতিঃ মাহদীর কর্মপদ্ধতি হবে ক্বিতাল তথা যুদ্ধ। তিনি এসে যুদ্ধাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন, যুদ্ধারাই তার আনুসারী হবে, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর ৭ বছর নেতৃত্ব দেবেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরা দায়িত্বকাল যুদ্ধ করেই কাটাবেন। বর্নিত হচ্ছে..

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة.

জাবির রা. বলেন, আমি শোনেছি, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমার উম্মতের কিছুলোক সদা-সর্বদা হাক্কের উপর অবিচল থেকে যুদ্ধ করে যাবে এবং কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকবে। এভাবেই ঈসা বিন মারইয়াম নেমে আসবে। তখন তাদের আমীর (খালীফাহ মাহদী) বলবেঃ আসেন, সালাতে আমাদের ইমামতি করেন। তখন ঈসা বলবেঃ না, আপনারাই একে অপরের ইমাম হবেন, এটা হলঃ এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদা। (সাহীহ মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ= সুতরাং..

- যারা জিহাদ ও যুদ্ধ ভালোবাসেন না,
- যারা যুদ্ধের পথ ছেড়ে দিয়ে শুধু আমল, ইবাদাত ও দাওয়াত নিয়ে পড়ে আছেন,
- যারা যুদ্ধের পথ ত্যাগ করে অন্য পথের দ্বীন কায়েম করতে চান,
- উনারা যে মাহদীর অনুসারী না হয়ে শত্রু হবেন; এ ব্যাপারটি প্রায় নিশ্চিত।

বিশেষ হুশিয়ারিঃ মুসলিম হয়েও যারা যুদ্ধ বিমুখ /যারা ইসলামী আইন ও বিধান, ইসলামী দেশ ও সমাজ পছন্দ করেন না /যারা স্যাকুলার বা ডেমক্রেট /যারা গণতান্ত্রিক ইসলামিষ্ট বা ডেমুক্রেট খিলাফাহ নামে আজগোবি সব দর্শন সৃষ্টি করেছেন তাদের জন্য বড়ই হতাশার খবর যে; মাহদী হবেন একজন যুদ্ধা ও শাসক।

মাহদীর পরিচয় বহনকারী বিশেষ ঘটনাঃ মাহদী যখন মক্কাহ কেন্দ্রিক খিলাফাহ ঘোষনা করবেন তখন মক্কাহ আক্রমণ করে খালীফাহ মাহদীকে সদলবলে হত্যা করতে পাঠানো হবে মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনী। এদের মোকাবিলার শক্তি থাকবে না মাহদীর কিন্তু আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। মক্কাহ ও মদীনার মধ্যবর্তি "বাইদা" (উপত্যকায়) মাটি চাপায় ধ্বংস হবে এ বাহিনী। এটাই মাহদীর পরিচয় বহনকারী বিশেষ ঘটনা। বর্নিত হচ্ছে..

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت قَالَ رسول الله ﷺ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنهُمْ؟ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُون عَلَى نِيَّاتِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: هذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

উম্মু-ল-মুঅমিনীন আ'ইশাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ কা'বাহ আক্রমন (করে মাহদী ও তার বাহিনীকে হত্যা) করার জন্য এক বাহিনী পাঠানো হবে কিন্তু যখন এরা "বাইদ্বা" পৌছাবে তখন এদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (একজন ছাড়া) পুরা বাহিনী মাটি চাপায় ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের সবাইকে কীভাবে মাটিচাপা দেওয়া হবে? ওখানেতো এমন লোকও থাকতে পারে যারা আসলে এদের সঙ্গী নয়, বরং অন্য কাজে ওখানে থাকবে। রাসূল সা. বললেনঃ তখন সবাইকেই মাটিচাপা দিয়ে ধ্বংস করা হবে কিন্তু তাদের বিচার হবে নিয়ত অনুযায়ী। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দ বুখারীর) এটাই হল মাহদীর পরিচয় বহনকারী বিশেষ ঘটনা।

যুদ্ধের সূচনাঃ মাহদীর আগমনই ঘটবে যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে, তার পূর্ন শাসনকাল জোড়েই চলবে যুদ্ধ, যুদ্ধে যুদ্ধেই তার শাসনের সমাপ্তি ঘটে উম্মাহর নেতৃত্ব নেবেন ঈসা বিন মারইয়াম আ.। হাদীছে বর্নিত হচ্ছে..

উম্মু-সালামাহ রা. নবী সা. থেকে বর্ননা করেছেনঃ (শেষ যামানায়) কোনো খালীফার/শাসকের মৃত্যুর পর (পরবর্তী শাসক নির্ধারন নিয়ে) মতানৈক্য দেখা দিবে। তখন একব্যক্তি (হয়ত লোকজন তাকে শাসক বানাতে চাইবে কিন্তু তিনি চাইবেন না তাই) মদীনাহ থেকে পালিয়ে মক্কাহ চলে যাবে। মক্কার কিছু মানুষ তাকে চিনে ফেলবে এবং কালো পাথর ও মাক্কামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তি স্থানে তার হাতে বাইয়াত (করে তাকে খালীফাহ হিসেবে ঘোষণা) করবে যদিও তিনি খালীফাহ হতে চাইবেন না। তখন তাকে (হত্যার জন্য) শামের দিকে থেকে এক বিরাট বাহিনী প্রেরন করা হবে। কিন্তু "বাইদ্বা" আসার পর এ বাহিনীকে ভূমি গ্রাস করবে। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শামের অনেক নেতা আর ইরাকের কিছু দল তার আনুগত্য মেনে নেবে। তখন ক্বুরাইশের একব্যক্তি তার বিরোদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, যার মামার গুত্র হবে "কালব"। মাহদী তাদের বিরোদ্ধে সৈন্য পাঠাবে। যুদ্ধে মাহদী বাহিনীর বিজয় হবে। মাহদী নবীর আদর্শে দেশ, সমাজও জাতি গঠন করবে এবং ইসলাম আবার পূর্নাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সাত বছর শাসন করার পর মাহদী মারা যাবে। মুসলিমগণ তার জানাযা করবে। (আবু-দাউদ)

বাইদা পরিচিতিঃ বাইদা অর্থ উপত্যকা। দুই পাহারের মধ্যবর্তি নিম্ন উপত্যকাকে বাইদা বলা হয়। মক্কাহ ও মদীনার মধ্যবর্তি একটি বিশেষ উপত্যকার নামও "বাইদা"।

হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ উল্লেখিত ঘটনার পর মাহদীর পরিচয় জানতে পেরে সারা দুনিয়ার আসল মুসলিমগণ/মুজাহিদগণ তার আনুগত্য মেনে নেবে এবং তার সমর্থনে এগিয়ে আসবে, যাত্রা শুরু করবে খুরাসানী বাহিনী। আসবে ইরাকের কয়েকটি দল এবং শামের মুসলিম নেতারাও।

তখন বানু-কালব নামে একটি আরব সম্প্রদায় মাহদীর বিরোদ্ধে অবস্থান নেবে। যাদের নেতৃত্বে থাকবে কুরাইশের এক নেতা। মাহদী এদের বিরোদ্ধে সৈন্য পাঠাবেন। যুদ্ধে মাহদী বাহিনীর বিজয় হবে। এভাবেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে মাহদীর ইসলামী খীলাফাহ।

মাহদীর এ উত্থান মেনে নেবে না শত্রু পক্ষ। তারা কৌশলে পার্শবর্তি মুসলিম দেশ শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, ইজরাঈল ইত্যাদি অঞ্চল ছিল তখনকার শাম) আক্রমণের জন্য প্রায় ৯ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। শামবাসীর পক্ষে এগিয়ে আসবেন মাহদী। মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তখন শত্রুরা বলবেঃ আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরোদ্ধে নয়। আমরা তাদের সাথে লড়ব যারা আমাদের লোকজকে হত্যা করেছে, বন্দী করেছে। কিন্তু তাদের ধোঁকায় পা দেবেন না মাহদী। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হবেন বিধায় সমস্ত মুসলিমকে একই জাতি মনে করবেন এবং মুসলিম ভাইদের পক্ষে যুদ্ধে শামিল হবেন।

শত্রুর শক্তিতে ভীত হয়ে একতৃতীয়াংশ মুসলিম সেনা যুদ্ধ থেকে পিছু হটবে। যারা এমন করবে তারা আল্লাহর গজবে পতিত হবে। তাদের তাওবাহ আর কবুল করা হবে না।

দুই তৃতীয়াংশ মুসলিম যুদ্ধে শামিল হবে। শুরু হবে ভয়াবহ যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ দুনিয়া কখনো দেখেনি আর দেখবে ও না। হাদীছে এ যুদ্ধকে আল-মাল-হামাহ আল-উ'যমা তথা মহাযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ করে মুসলিমরা বিজয়ী হবে। আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে মাহদীর খিলাফাহ। এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীছ বর্নিত হয়েছে। এসব থেকে মাত্র কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল..

হাদীছঃ ১. নাফি' বিন উ'তবাহ রা. বলেনঃ আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। হঠাৎ পশ্চিম থেকে একদল লোক রাসূল সা.র কাছে এলো। তাদের গায়ে পশমের কাপড় ছিল। তারা তাবুর কাছে নবী সা.কে পেয়ে গেল। তিনি বসা ছিলেন। তারা তখন সামনে এসে দাড়াল।

আমি নিজেকে বললামঃ তাড়াতাড়ি গিয়ে রাসূল ও তাদের মাঝে দাড়িয়ে যাও। যাতে অতর্কিত হামলা করে সর্বনাশ করতে না পারে। আবার মনে হলঃ হয়ত তারা কথা বলছে। তথাপিও এসে রাসূল সা. ও তাদের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাড়ালাম। (দেখলাম রাসূল সা. তাদের সাথে কথা বলছেন) তাদের কথোপকথন থেকে চারটি কথা আমি মনে রেখেছি। যা হাতে গুনে বলতে পারব।

রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা (মাহদীর নেতৃত্বে) আরবে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করবেন। তারপর ফারেসে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। পরে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে, এখানেও তোমাদের বিজয় হবে। পরে লড়বে দাজ্জালের সাথে, এখানেও আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করবেন। (এতটুকু বলার পর নাফি' তার শিষ্যকে বললেন) জাবির! আমরা বিশ্বাস করি; রোম বিজয়ের পর দাজ্জাল বের হবে। (মুসলিম)

হাদীছঃ ২. আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে রোমানরা (খৃষ্টানরা) আ'মাক্ব ও দাবাক্ব (শামের দুইটি স্থান)এ অবতরণ করবে। তাদের মোকাবেলায় মদীনাহ থেকে বের হবে সময়ের শ্রেষ্ট মানুষ

(মাহদী ও তার অনুসারী)দের একটি দল। এরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে রোমানরা বলবেঃ (আমাদের যুদ্ধ তোমাদের সাথে নয়) আমরা তাদের সাথে লড়ব যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। আমাদের পথ ছেড়ে দাও।
মদীনার সৈনিকরা বলবেঃ না, আল্লাহর কসম! আমাদের ভাইয়ের উপর আক্রমণ করতে দেব না। ফলে মুসলিম বাহিনীর সাথে এদের লড়াই বেঁধে যাবে। এক তৃতীয়াংশ (মুসলিম শত্রুর ভয়ে) পালিয়ে যাবে (এরা আল্লাহর গজবে পতিত হবে) আল্লার আর এদের তাওবাহ কবুল করবেন না। এক তৃতীয়াংশ (যুদ্ধ করে) শহীদ হয়ে যাবে। তারা আল্লাহর কাছে উৎকৃষ্ট শহীদ হিসেবে বিশেষ মর্যাদা পাবে। আর এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। যারা আর কোনোদিন ফিতনার/বিপদের সম্মুখীন হবে না। তারাই কুস্তুন্তুনিয়া (রোমানদের কেন্দ্রীয় শহর/ইস্তানবুল) বিজয় করবে।
তারা (বিজয়ী সৈন্যরা) যয়তুন গাছে অস্ত্র ঝুলিয়ে গনিমত বন্ঠনে লিপ্ত হলে শয়তান (মিডিয়া) প্রচার করবে "দাজ্জাল বের হয়ে তোমাদের পরিবার পরিজন খতম করে দিচ্ছে" এমন খবরে তারা সবকিছু ফেলে শামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। আসলে এটা ছিল মিথ্যা প্রপাগান্ডা। তারা শাম পৌছার পর দাজ্জাল বের হবে।
তারা (দাজ্জালের সাথে) যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে। সালাতের এক্কামত হলে ঈসা বিন মারইয়াম অবতরণ করে তাদের নেতৃত্ব দেবেন। আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমন লবন পানিতে গলে যায়। (তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন) (মুসলিম)

হাদীছঃ ৩. আ'উফ বিন মালিক রা. বলেনঃ তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে একদা আমি রাসূল সা.র কাছে এলাম। তিনি তখন চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন। (আমাকে দেখে) বললেনঃ কিয়ামতের ৬টি আলামত গুনে রাখো..

- আমার মৃত্যু।
- তারপর বাইতু-ল-মুকাদ্দাস (জেরু-সালেম /জেরুজালেম) বিজয়। (যা উমর রাঃর খিলাফতকালে হয়েছিল)
- তারপর ছাগলের মহামারির মত এক মহামারি তোমাদের গ্রাস করবে (উমর রাঃর খিলাফতকালে এমন মহামারিতে প্রায় ৩০ হাজার সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন)
- তারপর সম্পদের প্রাচুর্যতা এমন হবে যে কাউকে ১০০দিনার দিলেও সে এটাকে তুচ্ছ মনে করবে (যা বর্তমান আরবদের হয়েছে)
- তারপর আসবে ভয়াবহ ফিতনাহ যা আরবের ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে (সম্ভবত তা হবে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের ফিতনাহ যা টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে)
- তারপর তোমাদের ও বনী-আফসারের (রোমানদের/ইউরুপিয়ানদের/খৃষ্টানদের) মাঝে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা চুক্তি লঙ্ঘন করে ৮০টি পতাকা (৮০টি দেশ বা ডিভিশন) নিয়ে তোমাদের বিরোদ্ধে লড়তে আসবে। প্রতিটি পতাকার নীচে ১২ হাজার করে সৈন্য থাকবে। (বুখারী)

হাদীছঃ ৪. আব্দুল্লাহ বিন বাসর রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ (মাহদীর নেতৃত্বে) মহাযুদ্ধ আর (রোমানদের কেন্দ্রীয়) শহরটি বিজয়ে ছয় বছর লেগে যাবে। আর দাজ্জাল বের হবে সপ্তম বছরে। (আবু-দাউদ। হাদীছটি অধিকতর সাহীহ)

মাহদীর অবস্থান ও বারাকাহঃ মাহদী খালীফাহ মনোনিত হবার পর ৭ বছর বেচে থাকবেন, তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবেন, নবুয়তের কর্ম পদ্ধতির উপর বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং দুনিয়াকে ন্যায় ও ইনসাফে ভরে তুলবেন। মহান আল্লাহ নানাভাবে তাকে সাহায্য করবেন। বর্নিত হচ্ছে..

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا .رواه أبو داود والترمذي .وقال :حديث حسن صحيح .قال :وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة و أبي هريرة ثم روى حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح .انتهى.

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রা. নবী সা. থেকে বর্ননা করেছেনঃ দুনিয়া সমাপ্ত হতে যদি একদিনও বাকি থাকে, এ দিনকে দীর্ঘায়িত করে হলেও আল্লাহ আমার পরিবার থেকে একব্যক্তিকে (মুসলিম জাতির নেতা হিসেবে) পাঠাবেন, তার নাম হবে আমার নামে (আহমদ বা মুহাম্মাদ) আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে, সে এ দুনিয়াকে ন্যায়-ইনসাফে ভরে দেবে যেমন তা জুলম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। হাদীছটি হাসান সাহীহ)

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال :يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويُعطي المال صحاحاً وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً. يعني حجا .رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :هذا سند صحيح رجاله ثقات.

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমার উম্মতের শেষ সময়ে মাহদীর আগমন ঘটবে। আল্লাহ তখন নিয়মিত বৃষ্টি বর্ষন করবেন, যমীন থেকে প্রচুর ফসল উতপন্ন হবে, তখন পশুর উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে, এভাবেই আল্লাহ এ উম্মতকে উন্নতি দান করবেন। মাহদী ৭/৮ বছর বেচে থাকবে।
(হাকিম। আলবানির তাহকিক মতেও হাদীছটি সাহীহ)

মহা-যুদ্ধঃ মাহদী পশ্চিমা দুনিয়া /খৃষ্ট জগতের সাথে দীর্ঘ ৭ বছর লাগাতার যুদ্ধ করবেন। মাহদীর এ যুদ্ধ হবে বিশ্বযুদ্ধ, হাদীছে বলা বয়েছে "আল-মালহা'মাহ আল-উ'যমাহ" তথা মহা-যুদ্ধ। বর্ণিত হচ্ছে..

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না রোমানরা আ'মাক ও দাবিক (শামের দুটি এলাকা) এ অবতরণ করবে। তখন যামানার শ্রেষ্ট মানুষদের একটি সৈন্যদল (মাহদীর অনুগত বাহিনী) মদিনা হতে বের হয়ে তাদের দিকে ধাবিত হবে। তারা সারিবদ্ধ হলে (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে মুসলিমদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টির জন্য) রোমানরা বলবেঃ আমাদের যুদ্ধ তাদের সাথে যারা আমাদের লোকজনকে বন্দী করেছে, তোমরা এর থেকে সরে যাও। তখন মদীনাহর সেনাদল বলবেঃ (তা হতেই পারে) না, আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের ভাইদের ছেড়ে যাব না। পরিশেষে মুসলিমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। (শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে) একতৃতিয়াংশ মুসলিম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবে, আল্লাহ তাদের আর তাওবাহ কবুল করবেন না। একতৃতীয়াংশ যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে; তারা আল্লাহ'র কাছে উত্তম শহীদ হিসেবে গন্য হবে। আর একতৃতীয়াংশ যুদ্ধে জয় লাভ করবে; তারা আর কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। এরপর তারা (সামনে অগ্রসর হয়ে) কুস্তুনতুনিয়া (কন্সট্যান্টিনোপোল/ ইস্তাম্বুল) জয় করবে। তারা যখন জয়তুন গাছে তরবারী ঝুলিয়ে গণীমত বন্টনে রত হবে শয়তান তখন চিৎকার দেবে (মিডিয়ায় প্রপাগান্ডা করবে) "মাসিহ দাজ্জাল বের হয়ে তোমাদের পরিবার ধ্বংস করে দিচ্ছে"। তখন তারা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু আসলে খবরটি হবে মিথ্যা। তারা শামদেশে পৌছার পর দাজ্জাল বের হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে তারা যখন সারিবদ্ধ হবে এবং সালাতের ইক্বামাহ হয়ে যাবে তখন ঈসা বিন মারইয়াম নেমে আসবেন এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবেন। তাকে দেখে আল্লাহ'র দুশমন (দাজ্জাল) এমনভাবে গলে যাবে যেমন লবন পানিতে গলে যায়। (ঈসা আ. নিজ হাতে দাজ্জালকে হত্যা করবেন) তিনি যদি তাকে ছেড়েও দেন তবুও সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ ঈসা আ.র হাতে তাকে হত্যা করাবেন। লোকজন ঈসা আ.র বর্শার মধ্যে তার রক্ত দেখতে পাবে। [সহিহ মুসলীম ২৮৯৭]

অনুচ্ছেদঃ ২. দাজ্জাল

প্রারম্ভিক কথাঃ পৃথিবীর অন্যতম ধোকা, প্রতারনা ও ফিতনাহর নাম দাজ্জাল। কিয়ামতের দুই ধরনের আলামত রয়েছেঃ বড় আলামত ও ছোট আলামত। কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের অন্যতম একটি হল দাজ্জালের আবির্ভাব। হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

وفي حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ما يؤكد أن خروج الدجال أحد الأحداث العظام التي تنبئ بقرب قيام الساعة ودنوها، قال "اطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر. فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم (رواه مسلم

হুযাইফাহ রা. থেকে বর্নিত হাদীছ থেকে জানা যায়ঃ কিয়ামতের নিকটতম সময়ে প্রকাশিত অন্যতম একটি প্রধান আলামত হচ্ছে দাজ্জালের আগমন। এক হাদিছে তিনি বলেছেনঃ একদা নবী সা. হঠাৎ আমাদের মাঝে এসে হাজির হলেন, আমরা তখন আলাপচারিতায় রত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ? আমরা বললামঃ আমরা কিয়ামত বিষয়ে কথা বলছিলাম। তিনি বললেনঃ ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এ দশটি আলামত দেখতে পাবে। (আর তা হচ্ছে..)

- দুখান (ধোয়া যা কিয়ামতের আগে বের হয়ে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল আচ্ছন্ন করে ফেলবে)
- দাজ্জাল (ধোকাবাজ ও প্রতারক এক ইয়াহুদ নেতা, যে নিজেকে রাব্ব দাবী করে ৪০দিন শাসন করবে)
- দাব্বাহ (এক অদ্ভুত জন্তু, যা মানুষের মত করে কথা বলবে)
- পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় (এ সম্পর্কে দেখুন সূরাহ কিয়ামাহ)
- ঈসা বিন মারইয়ামের অবতরন (যিনি আকাশ থেকে নেমে এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং মাহদীর মৃত্যুর পর এ উম্মতের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন)
- ইয়াজুজ-মাজুজ (যারা উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসবে এবং আরব ভূখন্ড দখন করে নেবে)
- তিনটি ভূমিধ্বসঃ যার একটি হবে প্রাচ্যে, একটি পাশ্চাত্যে আর একটি আরব ভূমিতে।
- সর্বশেষ হচ্ছে আগুন, যা ইয়ামেন (এর বন্দর নগরী আদন) থেকে বের হয়ে লোকজনকে সম্মেলন কেন্দ্রে (শামদেশে) নিয়ে যাবে। (মুসলিম)

দাজ্জালের ফিতনাহঃ দাজ্জাল এক ভয়াবহ ফিতনাহর নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বড় ফিতনাহ দাজ্জাল। সকল নবী-রাসূলই নিজ নিজ জাতি ও সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেছেন। বর্নিত হচ্ছে..

عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول :ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال (رواه مسلم .

ই'মরান বিন হুসাইন রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি; আদম আ. থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফিতনাহ হল দাজ্জাল। (মুসলিম)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله ﷺ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه (متفق عليه.

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেনঃ রাসূল সা. একদা মানুষের সামনে দাড়ালেন, প্রথমে আল্লাহ প্রশংসা করলেন তারপর দাজ্জালের কথা আলোচনা করে বললেনঃ আমি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর (শোনো!) আগের সকল নবীই নিজ নিজ জাতি ও সম্প্রদায়কে এ ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন। (বুখারী, মুসলিম)
অন্য বর্ননায় এসেছে, আনাস রা. থেনে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ সকল নবীই এই টেরা মিথ্যুক সম্পর্কে জাতিকে সাবধান করে গেছেন। (সে নিজেকে রাব্ব দাবী করবে) মনে রেখো! সে হবে কানা ও টেরা আর তোমাদের রাব্ব কানা বা টেরা নন। (বুখারী, মুসলিম)

দাজ্জালের পরিচয় ও আলামতঃ দাজ্জাল অর্থ ধোঁকাবাজ, প্রতারক। দাজ্জাল কারো নাম নয়। দাজ্জাল একজন ইয়াহুদ নেতা। সে খুবই ধূর্ত ও ধোঁকাবাজ হবে বিধায় তাকে দাজ্জাল বলা হয়েছে। দাজ্জাল হবে একচোখা, তার এক চোখ টেরা হবে আর কপালে লেখা থাকবে "কাফির" এ ব্যাপারে বর্নিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية (البخاري)
وجاء في وصف الدجال أيضاً أن بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مسلم (رواه البخاري)
وقال ﷺ في وصف الدجال :رجل جسيم أحمر، جعد الرأس.. أقرب الناس به شبها بن قطن رجل من خزاعة (متفق عليه.

ইবনু উমর রা. নবী সা. থেকে বর্ননা করেছেনঃ দাজ্জালের ডান চোখ টেরা হবে, তার চোখ হবে ফোলা আঙ্গুরের মত। (বুখারী)
অন্য বর্ননা মতে; তার দুই চোখের মধ্যখানে লেখা থাকবে "কাফির" যা সকল মুসলিমই পড়তে পারবে। (বুখারী)
অন্য বর্ননা মতে তিনি বলেছেনঃ দাজ্জাল হবে মোটা, লাল, কুকড়ানো চুল, সে অনেকটা খুজায়া'হ গোত্রের বিন ক্বাতান (তখনকার এক ব্যক্তি) এর সাদৃশ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মদীনাহর সেই শিশুটিঃ রাসূল সা.র সময়ে মদীনাহর নিকটবর্তী গ্রামে এক ইয়াহুদ শিশুর জন্ম হয়েছিল, বাবা-মা তার নাম রেখেছিল আব্দুল্লাহ, তাকে স্বাফ নামেও ডাকা হত। সে ছিল অতি ধূর্ত ও অস্বাভাবিক। সে মাঝে মাঝে বিরবির করে এক আজীব ভাষায় কথা বলত, যা কেউ বুঝত না। দাজ্জালের অনেকগুলো আলামতই তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। এসব কারনে রাসূল সা.র মনে প্রবল ধারনা জন্মেছিল; সে-ই ভবিষ্যতের দাজ্জাল। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি অনেক চেষ্টাও করেছেন তবে নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই শেষ পর্যন্ত রাসূল সা.র সন্দেহ সন্দেহই থেকে গেছে। মদীনাতে ওই শিশুটি আব্দুল্লাহ বিন স্বায়্যাদ /স্বাফ বিন স্বায়্যদ /বিন স্বায়্যাদ /ইবনু স্বায়্যাদ, ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। তার কথা-বার্তা ও আচার-আচরনে অনেক সাহাবার মনেও প্রবল ধারনা জন্মেছিল যে; সে-ই ভবিষ্যতের দাজ্জাল। অনেক সাহাবী রাসূল সা.র সামনেই আল্লাহর নামে কসম করে বলে ফেলতেন "সে-ই দাজ্জাল"। সাহাবাদের এসব কসম শোনেও রাসূল সা. আপত্তি করতেন না। হাদীছের প্রায় প্রতিটি কিতাবেই তার ব্যাপারে আলাদা শিরোনাম দিয়ে অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে। দাজ্জালের আলোচনার সাথে ইবনু স্বায়্যাদের আলোচনা অতঃপূতভাবে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, ইবনু স্বায়্যাদের আলোচনা ছাড়া দাজ্জালের আলোচনা যেন অসম্পূর্নই থেকে যায়। তাই এখানে ইবনু স্বায়্যাদ সম্পর্কে ২টিমাত্র হাদীছ উল্লেখ করা হল..

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ . رواه البخاري 1355

ইবনু উমর রা. বর্ননা করেছেনঃ একদা উমর রা. রাসূল সা.র সঙ্গে বিন স্বায়্যাদকে খুজতে বের হলেন, সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলেন। তারা "বনী-মাগা'লাহ" (মাগা'লাহ গোত্র) এর চারনভূমিতে বিন স্বায়্যাদকে পেয়েও গেলেন, সে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছিল। ইবনু স্বায়্যাদ তখন কৈশোর পের হয়ে যৌবনে পদার্পন করবে (এমন বয়সে উপনীত হয়েছে। ইবনু স্বায়্যাদ খেলা-ধোলায় এতোই মগ্ন ছিল যে, রাসূল সা. ও সাহাবাদের উপস্থিতি) সে টের-ই পেল না, রাসূল সা. তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন (তখন সে ফিরে তাকাল) নবী সা. বললেনঃ "তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল"
ইবনু স্বায়্যাদ তার দিকে তাকাল এবং বললঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আপনি উম্মিদের রাসূল"। ইবনু স্বায়্যাদ অতঃপর নবী সা.কে জিজ্ঞেস করলঃ "আপনি কী সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল"?

রাসূল সা. তখন তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ "আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং উনার সমস্ত রাসূলের উপর"। তারপর তিনি ইবনু স্বায়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?
ইবনু স্বায়্যাদ বললঃ আমার কাছে একজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী এসেছে।
রাসূল সা. বললেনঃ (ঈমান ও কুফরের) বিষয়টিকে তোমার কাছে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূল সা. তাকে বললেনঃ আমি মনে মনে একটাকিছু ধরেছি, (বলতো এটা কী?)
ইবনু স্বায়্যাদ বললঃ "দুখখ" (আসলে এটা ছিল "দুখান" কিন্তু আল-কুরআনের পুর্নাঙ্গ শব্দ বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না তাই সে "দুখখ" বলেছে)
রাসূল সা. তাকে বললেনঃ "আখসা" (চুপ কর! তখনকার সমাজে কুকুরকে চুপ করাতে ওই শব্দটি বলা হত) এতটুকু সাধ্য তোমার নেই। (এসব শোনে) উমর রা. বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, এর গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূল সা. বললেনঃ সে যদি দাজ্জাল হয় তবে তুমি তাকে মারতে সক্ষম হবে না আর যদি সে না হয় তবে তাকে মেরে কী লাভ?
(হাদীছের রাওয়ী তাবেয়ী) সালিম বলেনঃ আমি শোনেছি ইবনু উমর রা. বলেছেনঃ একদা রাসূল সা. ও উবাই বিন কা'ব এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন, সেখানে ইবনু স্বায়্যাদ ছিল। রাসূল সা. খুব সাবধানে পা ফেললেন যাতে সে টের না পায় এবং তিনি তার কাছ থেকে এমন কিছু শোনতে পারেন (যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়; সে দাজ্জাল কি না?) রাসূল সা. (একেবারে কাছে চলে গেলেন) দেখলেন সে শোয়ে আছে আর বিরবির করে কী যেন বলছে। কিন্তু ইবনু স্বায়্যাদের মা দেখে ফেলল যে, রাসূল সা. খেজুর গাছের আড়ালে লোকিয়ে লোকিয়ে তার কাছে চলে এসেছেন। ছেলেকে সাবধান করে সে বলে উঠলঃ স্বাফ! এইতো মুহাম্মাদ! ইবনু স্বায়্যাদ সাবধান ও চুপ হয়ে গেল। নবী সা. বলেছেনঃ আজ যদি ওই মহিলা এমন না করত তবে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যেত (সে আসলেই দাজ্জাল কি না?) (বুখারীঃ ১৩৫৫)

ইবনু স্বায়্যাদের স্বীকৃতিঃ ইবনু স্বায়্যাদ এক সময় মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং মদীনাতেই বসবাস করত। কিন্তু তথাপিও সাহাবগণ মনে করতেন সে-ই ভবিষ্যতের দাজ্জাল। ইবনু স্বায়্যাদ একদা কিছু সাহাবীর সাথে এক সফরে ছিল, এ সফরে সে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, দাজ্জাল হতে তার কোনো আপত্তি নেই। বর্নিত হয়েছে..

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ، قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ، قَالَ وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي. فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ؛ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. قَالَ فَفَعَلَ. قَالَ فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ -قدح كبير- فَقَالَ اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ – مَا بِي إلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ – فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِي النَّاسُ، يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلا مَكَّةَ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ. قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ " رواه مسلم برقم 5211 . وقال ابن صياد في رواية " أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ الآنَ حَيْثُ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَقِيلَ لَهُ أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ " رواه مسلم برقم 5210.

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেনঃ একদা আমরা হাজ্জ বা উমরাহ (রাওয়ীর সন্দেহ) সফরে বের হলাম। আমাদের সঙ্গে ইবনু স্বায়্যাদও ছিল। এক পর্যায়ে আমরা বিশ্রাম নিলাম। সকলেই আলাদা হয়েগেল। শুধু আমি আর সে রয়ে গেলাম। আমি তার ব্যাপারে সন্ত্রস্ত ছিলাম, এর কারনঃ তার ব্যাপারে মানুষের ওইসব উক্তি। সে তার জিনিষপত্র এনে আমার জিনিষের কাছে রাখল। আমি বললামঃ গরম খুবই প্রখর, তাই যদি তোমার জিনিষগুলো আলাদা করে ওই গাছের নীচে রাখতে তবে ভালো হত। সে তাই করল। আমাদের জন্য কিছু ছাগলের ব্যবস্থা হল, দুধ দোহন করে সে এক বড় পাত্র নিয়ে এসে বললঃ আবু-সাঈদ! পান কর। আমি বললামঃ খুব গরম পড়েছে আর দুধও গরম (তাই খাব না) আসলে তার হাত থেকে দুধ খাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করছিলাম না। (বিষয়টি বুঝতে পেরে) সে বললঃ আবু-সাঈদ! মানুষ আমার ব্যাপারে যেসব কথা বলে এজন্য মন চায়; দড়ি এনে গাছে টাঙ্গিয়ে ফাসিতে ঝুলি। আবু-সাঈদ! রাসূলের হদীছের মর্ম তোমরা আসনারদের থেকে আর কে বেশী বুঝবে? তুমি কী রাসূলুল্লাহর হাদীছের ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকদের একজন নও? রাসূল সা. কী বলেননিঃ দাজ্জাল কাফির হবে? আর আমি মুসলিম (তথাপিও আমি কী করে দাজ্জাল হই?) রাসূল সা. কী বলেননিঃ দাজ্জাল হবে নিঃসন্তান, তার কোনো সন্তান হবে না? আর আমি? মদীনায় আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূল সা. কী বলেননিঃ দাজ্জাল মক্কাহ প্রবেশ করতে পারবে না, মদীনাতেও না? অথচ আমি মদিনাহ থেকে এসেছি আর মক্কাহ যাচ্ছি (সুতরাং আমি কীকরে দাজ্জাল হব?)
আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেনঃ এসব শোনে তার প্রতি আমার মন নরম হয়ে এলো। কিন্তু তারপর সে বললঃ তবে আল্লাহর কসম! আমি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে জানি, তার জন্ম এবং এখন সে কোথায় আছে এসব ব্যাপারেও আমি সম্যক অবগত। (একথা শোনে) আমি বললামঃ দিনভর তর জন্য ধ্বংস অবধারিত হোক। (মুসলিমঃ ৫২১১)

অন্য বর্ননা মতে ইবনু স্বায়্যাদ বলেছেঃ তবে আমি দাজ্জালকে জানি, তার বাবা-মাকেও চিনি এবং এখন এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে কী করছে তাও জানি। (কথাগুলো সে এমনভাবে নিশ্চিত হয়ে বলছিল; যা মানুষ সাধারনত নিজের ব্যাপারেই বলতে পারে) তখন তাকে বলা হলঃ আচ্ছা তুমি কি মেনে নেবে যে, তুমিই ওই ব্যক্তি হবে? সে বললঃ দায়িত্ব দেওয়া হলে অপছন্দ করব না। (মুসলিমঃ ৫২১০)

পর্যালোচনাঃ ইবনু স্বায়্যাদের ব্যাপারে আরো অনেক হাদিছ বর্নিত হয়েছে। এক বর্ননায় পাওয়া যায়ঃ ইবনু স্বায়্যাদ হঠাৎ মদীনাহ থেকে উদাও হয়ে গেছে। সে কোথায় গেছে বা তার কী হয়েছে এ সম্পর্কে কেউ-ই কিছু জানতে পারেনি।

অনেকে মনে করেন ইবনু স্বায়্যাদ দাজ্জাল নয়, আসল দাজ্জালকে কোনো এক দ্বীপে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তবে অনেক সাহাবী শেষ পর্যন্তও মনে করতেন ইবনু স্বায়্যাদই ভবিষ্যতের দাজ্জাল, যদিও সে বাহ্যত মুসলিম হয়েছিল, যদিও তার সন্তান হয়েছে, যদিও সে মদীনায় থেকেছে এবং মক্কায় প্রবেশ করেছে। উনাদের বিশ্লেষন হলঃ এসব হয়েছে সে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভুত হওয়ার আগে, দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভুত হওয়ার পর সে মুসলিম হবে না, তার আর সন্তান হবে না, তখন সে মক্কাহ বা মদীনাহ প্রবেশ করতে পারবে না। (আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

দাজ্জালের অবস্থানঃ দাজ্জালের অবস্থান সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে। এসবের একটি হল..

ফাতিমাহ বিনত ক্বাইস রা. বলেনঃ একদা হঠাৎ এক ঘোষনা শোনতে পেলাম, রাসূল সা.র ঘোষক ঘোষনা দিচ্ছেঃ "আ-স্ব-স্বালাতু জামিয়া'হ" (অর্থাৎ সালাতে সবাই একত্রিত হবে। তখনকার দিনে বিশেষ কারনে লোক জমা করতে এমনভাবে ঘোষনা করা হত) একথা শোনে আমি মাসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূল সা.র সাথে স্বালাত আদায় করলাম, তখনকার সাধারন নিয়ম মত আমি মহিলাদের কাতারেই ছিলাম যা ছিল পুরুষদের পিছনে।

সালাত শেষ করে রাসূল সা. মিম্বরে উঠে বসলেন এবং বললেনঃ সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকবে, তার মুখ তখন হাস্যোজ্জল ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ জানো, আজ তোমাদেরকে কেনো জমা করেছি? লোকজন জবাব দিলঃ আল্লাহ ও রাসূল-ই ভালো জানেন। রাসূল সা. বললেনঃ আল্লাহর কসম! কোনো ভয় বা ভীতিকর সংবাদের জন্য তোমাদেরকে জমা করিনি। আজ তোমাদেরকে জমা করার কারণঃ তামীম আল-দারী, যে একজন খৃষ্টান ছিল, সে এসেইসলাম গ্রহন করেছেএবং (আমার আনুগত্যের) অঙ্গিকার করেছে। সে যা বলেছে তা ওইসব কথার সাথে মিলে যায় যা আমি ইতোপুর্বে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে বলেছিলাম।

সে বলেছেঃ একদা সে লাখম ও জুযাম গোত্রের ৩০ জন ব্যক্তি নিয়ে সাগরে যাত্রা করেছিল, প্রচন্ড ঢেউয়ে জাহাজের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে তারা ১মাস সাগরে ঘুরপাক খেয়েছে তারপর তাদের জাহাজটি এক দ্বীপের কিনারে ঠেকেছে, তারা জাহাজে থাকা নৌকায় করে দ্বীপে নেমে এক জন্তু দেখতে পেয়েছে যার সারাদেহ ঘন ও বড় বড় লোমে আবৃত ছিল, অধিক লোমের কারনে তার সামন-পিছন বুঝা যাচ্ছিল না। তারা বললঃ তোর ধ্বংস হোক, তুই কে?

সে বললঃ আমি জাসসাসাহ (নারী গোয়েন্দা)

তারা বললঃ জাসসাসাহ আবার কী?

সে বললঃ ওই ঘরে যাও। ওখানে একজন মানুষ আছে, যে তোমাদের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তার কথায় আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, আবার কোনো শয়তান (জিন-ভূত) কি না! অতঃপর খুব দ্রুত গিয়ে ওই ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে গিয়ে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলামঃ শক্ত শিকলে বাঁধা অদ্ভুত ও বৃহদাকৃতির এক মানুষ, যে নিজের মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ছে। এমন বৃহদাকৃতির মানুষ এবং এত শক্ত শিকলের বন্ধন ইতোপুর্বে কখনো দেখিনি। দুই হাঁটুর মধ্য দিয়ে উভয় হাত ঘাড়ের সঙ্গে লোহার শিকলে বাঁধা।

আমরা বললামঃ তুমি ধ্বংস হও, কে তুমি?

সে বললঃ আগে বল, তোমরা কারা?

আমরা বললামঃ আমরা আরবের বাসিন্দা। সমুদ্র ভ্রমনে বের হয়েছিলাম। প্রচন্ড ঢেউয়ে জাহাজের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ১মাস সাগরে ঘুরপাক খেয়ে এই দ্বীপের কিনারে এসেছি, তারপর জাহাজে থাকা নৌকায় করে দ্বীপে নেমে এক জন্তু দেখতে পেলাম যার সারাদেহ ঘন ও বড় বড় লোমে আবৃত ছিল, অধিক লোমের কারনে তার সামন-পিছন বুঝা যাচ্ছিল না। আমরা বললামঃ তোর ধ্বংস হোক, তুই কে? সে বললঃ আমি জাসসাসাহ, আমরা বললামঃ জাসসাসাহ আবার কী? সে বললঃ ওই ঘরে যাও। সেখানে একজন মানুষ আছে, যে তোমাদের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারপর আমরা শঙ্কিত হয়ে তোমার কাছে ছোটে এলাম এবং এখানে এসে আরো বেশী ভয় পেয়ে গেলাম; তুমি আবার শয়তান-টয়তান (জিন-ভূত) কি না!

সে বললঃ আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের কথা বলো

আমরা বললামঃ কোন ব্যাপারে?

সে বললঃ তাতে খেজুর উৎপন্ন হয় কি না?

আমরা বললামঃ হ্যাঁ! উৎপন্ন হয়।

সে বললঃ সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এগুলোতে আর ফল ধরবে না। তারপর বললঃ আচ্ছা! তবারিয়্যা সাগরের ব্যাপারে বল; তাতে পানি আছে কি?
আমরা বললামঃ সেখানে প্রচুর পানি আছে।
সে বললঃ সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন ওই সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, জুগারের ঝরনার ব্যাপারে বল; তাতে পানি আছে কি না এবং সেখানকার মানুষ এ পানি দ্বারা চাষাবাদ করে কি না?
আমরা বললামঃ এতে প্রচুর পানি আছে এবং লোকজন এ পানি দিয়ে চাষাবাদও করে।
সে বললঃ এখন উম্মিদের নবীর ব্যাপারে বলো। তিনি এখন কী করছেন?
আমরা বললামঃ তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছেন।
সে জিজ্ঞেস করলঃ আরবের মানুষ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কি?
আমরা বললামঃ হ্যাঁ! করেছে।
সে বললঃ তিনি তাদের সঙ্গে কেমন করেছেন।
আমরা বললামঃ তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিজয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।
সে বললঃ তার বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়াই তাদের জন্য কল্যাণকর। অতঃপর বললঃ এখন আমি নিজের ব্যাপারে বলছি। "আমি হলাম মাসিহ দাজ্জাল। শিগগিরই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে গিয়ে আমি ৪০দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করব। এমন কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ করতে পারব না। তবে মক্কা ও তাইবাহ (মদিনা) এ দুটি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। যখন আমি এর কোনোটিতে প্রবেশ করতে চাইব তখন আল্লাহর ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে আমাকে বাধা দেবে। এ দুটি স্থানের সকল প্রবেশ পথে ফিরেশতাদের পাহারা থাকবে।
বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসুল সা. হাতে থাকা ছড়ি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন, এটাই তাইবাহ, এটাই তাইবাহ, এটাই তাইবাহ। শোনো! আমি কি ইতোপুর্বে এ কথাগুলো তোমাদেরকে বলিনি? সাহাবাগন বললেনঃ হ্যাঁ, বলেছেন। রাসুল সা. বললেনঃ তামিম আল-দারির কথাগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে। তার এ কথাগুলো আমার ওই বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আমি ইতোপুর্বে দাজ্জাল, মদিনা ও মক্কা সম্পর্কে বলেছি। অতঃপর বললেনঃ জেনে রেখো! এটি সিরিয়া অথবা ইয়েমেনের (নিকটবর্তী) সাগরে অবস্থিত, যা পূর্ব দিকে, পূর্ব দিকে, পূর্ব দিকে। এ সময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতে কাইস রা. বলেন, এ হাদিস আমি রাসুল সা. থেকে সংরক্ষণ করেছি। (মুসলিম: ২/৪০৪-৪০৫; আবু দাউদ: ২/৫৯৪-৫৯৫, এছাড়া আরো অনেক কিতাবেই হাদীছটি বর্নিত হয়েছে, যদিও তাতে শব্দগত সামান্য হেরফের রয়েছে)
পর্যালোচনাঃ বর্নিত আছে, দাজ্জাল এ পৃথিবীতে ৪০দিন অবস্থান করবে, ৪০ দিনের বিষয়টি সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত। তবে কোনো কোনো হাদীছে বলা হয়েছে এ ৪০ দিনের ১ম দিন হবে ১ বছরের সমান, ২য় দিন ১ মাসের সমান, ৩য় দিন ১ সপ্তাহের সমান আর বাকি দিনগুলো হবে স্বাভাবিক দিনের মতই। দিনের এ তারতম্যের ব্যাপারে বর্নিত হাদীছকে কেউ কেউ সাহীহ বললেও শাইখ আলবানিসহ অনেকেই মতে এগুলো সাহীহ নয়, তাই এসব বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত আলোচনা না করাই ভালো।

দাজ্জাল বের হওয়ার পটভূমিঃ ইয়াহুদরা সর্বদাই ভীত ও ধুর্ত স্বভাবের। বর্তমানে তারা খৃষ্টানদের ছত্রছায়ায় লালিত। মাহদীর সাথে যুদ্ধে খৃষ্টান শক্তি পরাজিত হলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে ইয়াহুদ। তখন বের হবে দাজ্জাল। বর্নিত হয়েছে..

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخبر أصحابه بأن المسلمين يغزون مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر، فيفتحها الله فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون (رواه مسلم .

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, নবী সা. সাহাবীগণকে জানিয়েছেন; মুসলিমরা (মাহদির সৈনিকেরা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে) যখন এমন এক শহরে যুদ্ধ করবে যার একদিকে সাগর আর একদিকে স্থল, এ যুদ্ধে আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুসলিমরা অনেক গনীমত হাসিল করবে। তারা যখন গনিমত বন্ঠনে রত হবে তখন আওয়াজ (মিডিয়ার সংবাদ) আসবে; দাজ্জাল বের হয়েছে, তখন তারা গনিমত ফেলে রেখে (শামদেশে) ফিরে যাবে (মুসলিম)
অন্য হাদিছ থেকে যানা যায়; আসলে সংবাদটি হবে মিথ্যা, মিডিয়ার প্রপাগান্ডা। তবে মুসলিম হাহিনী শামদেশে চলে যাবার পর দাজ্জাল বের হবে।

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশঃ এমনি পরিস্থিতিতে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে বলবেঃ আমাকে রাব্ব (প্রভু, মালিক, বিধান দাতা) মেনে নাও, আমি তোমাদের বাঁচাব। ইয়াহুদ তাকে মেনে নেবে। দাজ্জাল তাদেরকে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাবে।

কাফির দুনিয়ার সাথে লড়াই করে মুসলিমদের শক্তি তখন নিঃশেষ প্রায়। দাজ্জাল এ সুযোগে মুসলিমদের অনেক অঞ্চল দখল করে নেবে। মক্কাহ মদীনাহ আক্রমণের চেষ্টা করবে কিন্তু সফল হবে না, ফিরিস্তা তাকে তাড়িয়ে দেবে। বর্নিত হচ্ছে..

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق (متفق عليه.

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ নবী সা. বলেছেনঃ দাজ্জাল আসবে, সে (অনেক এলাকা জয় করে) মদীনার উপকন্ঠে পৌছে যাবে। তখন (ভূমিকম্প অথবা বোমার বা ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে) মদীনাহ ৩বার কেপে উঠবে, ফলে কাফির ও মুনাফিকরা মদীনাহ থেকে বেরিয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان (رواه البخاري .
وفي حديث فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ عن تميم الداري رضي الله عنه أن الدجال قال له :فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرّمتان علي كلتاهما (رواه مسلم .

আবু-বাকরাহ রা. থেকে বর্নিত, নবী সা. বলেছেনঃ মাসীহ দাজ্জালের ত্রাস মদীনায় প্রবেশ করবে না। সেদিন মদীনার ৭টি প্রবেশ পথ থাকবে এবং প্রতিটি প্রবেশ পথে দুজন করে ফিরিস্তা পাহাড়ায় নিয়োজিত থাকবে। (বুখারী) ফাতিমাহ বিনত ক্বাইস রা. থেকে বর্নিত, দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখিত তামীম আল-দারীর প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীছের শেষের দিকে দাজ্জাল নিজেই বলেছেঃ "অচিরেই আমি বের হব এবং প্রতিটি অঞ্চল চষে বেড়াব, শুধু মাক্কাহ আর তাইবাহ ছাড়া, এ দুটি শহর আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। (মুসলিম)

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ﷺ حديثه، فيقول: الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلّط عليه (رواه البخاري .

আবু-সাঈদ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ দাজ্জাল আসবে, মদীনার মূল শহরে প্রবেশ তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে, সে মদীনাহর নিকটবর্তী কোনো এলাকায় অবতরণ করবে। তখনকার সময়ের এক উত্তম ব্যক্তি তখন তার কাছে এসে বলবেঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমিই সেই দাজ্জাল, যার কথা রাসূল সা. বলে গিয়েছেন। তখন (তার লোকদেরকে লক্ষ্য করে) দাজ্জাল বলবেঃ "এখন আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবন দান করি তবে আমার (রাব্ব হওয়ার) ব্যাপার তোমাদের আর কোনো সংশয় থাকবে কী? তারা বলবেঃ না.., দাজ্জাল তখন ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। তখন মুসলিম ব্যক্তি বলবেঃ আল্লাহর কসম! এখন তোমার ব্যাপারে আমার অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয়েছে (যে তুমিই সেই দাজ্জাল) দাজ্জাল তখন তাকে পুনরায় হত্যা করতে উদ্যত হবে কিন্তু তাকে আর সে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। (বুখারী) অনেক আলীমের মতে ওই ব্যক্তি হলেন খাদ্বির আ., আর অনেকের মতে মদীনাহর একজন সাধারণ মুসলিম।

উম্মু শারীক বলেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ দাজ্জাল থেকে পালিয়ে মানুষ পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আরবরা (আরবের বীর যুদ্ধারা) কোথায় থাকবে? বললেনঃ তারা হবে খুব কম। (মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ মাসীহ (দাজ্জাল) পূর্বদিক থেকে আসবে এবং মদীনাহ প্রবেশের উদ্দেশ্যে অহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে। তবে ফিরিস্তাগণ তার গতি শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই সে নিহত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবেঃ দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে এবং কোন দিক দিয়ে তার আগমন ঘটবে? হাদীছে এ ব্যাপারে ৫ ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়। যেমন..

- দাজ্জালকে কোনো এক সাগরে বন্দি করে রাখা হয়েছে
- সে পুর্ব দিক থেকে আসবে
- সে খোরাসান থেকে আসবে
- সে ইস্ফাহান থেকে আসবে
- সে ইয়াহুদিয়্যাহ থেকে আসবে, ইত্যাদি। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

فقد ثبت في سنن الترمذي عن النبي ﷺ أنه قال :الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان .وهي من بلاد إيران.

তিরমিযীর এক হাদীছে বলা হয়েছে, নবী সা. বলেছেনঃ দাজ্জাল পুর্ব দিকের এক ভূ-খন্ড থেকে বের হবে, যাকে বলা হবে খোরাসান, যেটা ইরানের একটি নগরী।

وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يخرج الدجال من يهودية أصبهان، معه سبعون ألفاً من اليهود .رواه أحمد في المسند، وصححه الحافظ ابن حجر .ولا تعارض بينه وبين الأول، إذ أن خراسان إقليم واسع يشتمل على عدة بلدان منها أصبهان.

আনাস রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ দাজ্জাল ইস্ফাহান অঞ্চলের ইয়াহুদিয়্যাহ এলাকা থেকে বের হবে, সেখানকার ৭০ হাজার ইয়াহুদী তার সঙ্গ দেবে। (আহমদ, ইবনু হাজার আল-আ'সক্বালানী হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন)

পর্যালোচনাঃ উল্লেখ্য দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে সর্ব-সাকুল্যে ১টি সাগর, ১টি দিক ও ৪টি স্থানের (খোরাসান, ইরান, ইস্ফাহান, ইয়াহুদিয়্যাহ) নাম এসেছে। আসলে শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে এবং দাজ্জালের অবস্থান ও নির্গমনের স্থানকে আরো সঠিকভাবে নির্নয় করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। যেমন..

পূর্বদিক ও সাগরঃ দাজ্জালকে যে সাগরে বন্দি রাখা হয়েছে এটি মদীনাহর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং সেদিক থেকেই সে বেরিয়ে আসবে।

ইরান ও খোরাসানঃ ইরান একটি প্রাচীন দেশ, এদেশের একটি প্রদেশের নাম খোরাসান, যা এখনো খোরাসান নামেই পরিচিত।

ইস্ফাহান ও ইয়াহুদিয়্যাহঃ ইরান একটি বৃহত দেশ, ইরানের একটি প্রদেশের নাম খোরাসা, খোরাসান প্রদেশের একটি নগরীর নাম ইস্ফাহান, আর ইস্ফাহান অঞ্চলের একটি এলাকার নাম ইয়াহুদিয়্যাহ, যা এখনো ওই নামেই বিদ্যমান আছে।

৭০ হাজার ইয়াহুদীঃ এখনো ইরানের খোরাসান প্রদেশের ইস্ফাহান অঞ্চলে অনেক ইয়াহুদীদের বসবাস। এখানকার ইয়াহুদীরা সাধারনত ধার্মিক ও একতাবদ্ধ, বর্তমানে এদের সংখ্যা ৭০ হাজারের উপরে। ইস্ফাহানের যে এলাকাটি ইয়াহুদী অধ্যসিত তা সেকালেও ইয়াহুদিয়্যাহ নামে পরিচিত ছিল আর এখনো ইয়াহুদিয়্যাহ নামেই খ্যাত।

দাজ্জালের দাবীঃ কয়েকটি হাদীছ থেকে বুঝা যায়..

- দাজ্জাল প্রথমে নিজেকে শান্তি প্রিয় ধার্মিক (মুসলিম) হিসেবে দাবী করবে, (তবে এসব হাদীছ সাহীহ নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হল না)
- এক পর্যায়ে সে নিজেকে গড কর্তৃক প্রেরিত (নবী) হিসেবে দাবী করবে (তবে এসব হাদীছ সাহীহ নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হল না)
- এক পর্যায়ে ইয়াহুদ জাতিকে প্রতারিত করে বলবে "আমিই তোমাদের একমাত্র রক্ষক, আমাকে রাব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দাও, আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেব"। দাজ্জাল কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবে আর নিরাপত্তাহীন ইয়াহুদ তাকে রক্ষক হিসেবে বিশ্বাস করে রাব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

দাজ্জালের ক্ষমতা ও কার্যক্রমঃ দাজ্জাল এক অদ্ভুত মানুষ, তার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা হবে ব্যতিক্রম ধরনের, তার কর্ম-কান্ড হবে আজীব। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে। যেমন..

عن حذيفة عن النبي ﷺ أنه قال في الدجال :إن معه ماءً وناراً فناره ماء بارد، وماؤه نار (رواه البخاري .

হুযাইফাহ রা. বর্ননা করেছেন, দাজ্জাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী সা. বলেছেনঃ তার সাথে (প্রতারনামূলক) আগুন ও পানি থাকবে। আসলে তার আগুন হল পানি আর তার পানি হল আগুন। (বুখারী)

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما (رأي العين) ماء أبيض، والآخر (رأي العين) نار تأجج، فإما أَدْرَكَنَّ أحدٌ فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد (رواه مسلم .

হুযাইফাহ রা. বর্ননা করেছেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমি জানি দাজ্জালের সাথে কী থাকবে। তার সাথে প্রবাহমান দুটি স্রোতধারা থাকবে, (চোখের দেখায়) একটাকে মনে হবে স্বচ্ছ পানি, আর অন্যটাকে মনে হবে প্রজ্বলিত আগুন। তোমাদের কেউ যদি তাকে পাও তবে যেটাকে আগুন মনে হবে তাতে পতিত হবে এবং ডুব দেওয়ার পর মাথা তুলে পান করবে, কারণ এটা হল সুপেয় পানি। (মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ হয়ত মানুষের সাথে প্রতারনা করার জন্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অথবা যাদুর দ্বারা সে এমনটি করতে সক্ষম হবে এবং এমন করে দেখাবে।

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي ذكر من فتنة الدجال أنه يأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم ويصبحون ليس بأيديهم شيء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم (ماشيتهم) كأطول ما كانت ذُرَاً (جمع ذروة وهي أعالي الأسنمة) وأمده خواصر وأدره ضروعاً ثم يأتي الخربة (الأرض الخربة) فيقول لها أخرجي كنوزك فينصرف منها فيتبعه كيعاسيب النحل (أي كما يتبع النحل اليعسوب وهو أمير النحل) ثم يدعو رجلاً شاباً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين (قطعتين) ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك (رواه مسلم

নাওয়্যাস বিন সুময়া'ন রা. থেকে বর্নিত, দাজ্জালের কথা বলতে গিয়ে নবী সা. বলেছেনঃ দাজ্জাল এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে তার আনুগত্যের আহবান জানাবে, এরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলে সে চলে যাবে, তখন এদের সমুদয় ধন-সম্পদ তার পিছু পিছু চলে যাবে এবং এরা শূন্য হয়ে যাবে। দাজ্জাল আরেক সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তার আনুগত্যের আহবান জানাবে, তারা তার আহবানে সারা দিয়ে তার আনুগত্য মেনে নেবে, ফলে দাজ্জালের আদেশে তাদের তরে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, দাজ্জাল ভূমিকেও আদেশ করবে, ভূমি তার আদেশে সবকিছু উজাড় করে দেবে, ফলে তাদের গবাদিপশুগুলো মোটাতাজা, মাংসুলে ও দুধাল হয়ে উঠবে। অতঃপর দাজ্জাল বিরান ভূমিকে আদেশ দিয়ে বলবেঃ খনিজ সম্পদগুলো বের করে দাও! দাজ্জাল এখান থেকে চলে আসবে এবং সমূদয়

সম্পদ তার পিছু নেবে যেভাবে উঠের সারি চালকের পিছু পিছু চলে। অতঃপর সে এক ফুটফুটে যোবককে ডেকে এনে তলোয়ার দিয়ে কেটে দুইভাগ করে ফেলবে, তারপর ডাক দেবে এবং সে হাস্যোজ্জল মুখে সারা দেবে। (মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ দাজ্জালের ক্ষমতা, সক্ষমতা ও কর্ম-কান্ড সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছে অনেক কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। হয়ত সে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, অথবা যাদুর মাধ্যমে এসব করতে সক্ষম হবে, অথবা মানুষকে প্রতারিত করার জন্য আল্লাহই তাকে এমন কিছু ক্ষমতা দেবেন। আসল ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

দাজ্জালের ভ্রমনঃ দাজ্জাল এক বিশেষ বাহনে করে ভ্রমন করবে, হাদীছে একে গাধা বলা হয়েছে। কিছু হাদীছে বলা হয়েছে দাজ্জালের গাধাটি হবে সাদা এবং এর এককান থেকে অন্যকানের দূরত্ব হবে ৪০/৭০ গজ, এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীছের সনদ সাহীহ এবং মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাক হাকীম, কানযু-ল-উম্মালসহ বেশ কয়েকটি কিতাবে এসব হাদীছ বর্নিত হলেও শব্দগত অনেক গড়-মিল থাকায় এখানে উল্লেখ করা হল না।

পর্যালোচনাঃ দাজ্জালের এ বাহনটিকে গাধা বলা হলেও অনেক আলীমের মতে ১টি হবে কোনো বিমান, অথবা (এ আই প্রযুক্তি যুক্ত) অন্যকোনো অত্যাধুনিক বাহন। আসল ব্যাপারটি আল্লাহই ভালো জানেন।

দাজ্জালের মৃত্যুঃ দাজ্জালের মৃত্যু হবে ঈসা আ.র হাতে। ঈসা আ. ইয়াহুদ সমাজের সাথে যুদ্ধ করবেন এবং তাদের নেতা দাজ্জালকে নিজ হাতে হত্যা করবেন। এ ব্যাপারে বর্নিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ينزل عيسى بن مريم ﷺ فإذا رآه عدو الله – أي الدجال - ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته (رواه مسلم .

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه – أي يدرك الدجال - عند باب لد فيقتله (رواه أبو داود .

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ (খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জয় লাভের পর মাহদী বাহিনী যখন ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন) ঈসা বিন মারইয়াম (আকাশ থেকে) নেমে আসবেন (এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন) আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাকে দেখে গলে যাবে যেমন লবন পানিতে গলে যায়, তিনি যদি তাকে ছেড়েও দেন তবুও সে গলে ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু তিনি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবেন, লোকজন তার বর্ষাতে দাজ্জালের রক্ত দেখতে পাবে। (মুসলিম)

নাওয়্যাস বিন সুময়া'ন রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ অতঃপর ঈসা বিন মারইয়াম পূর্ব দামেশকের সাদা মিনারে অবতরন করবেন (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) এক গেইটের সামনে তাকে পেয়ে যাবেন এবং হত্যা করবেন। (আবু-দাউদ)

দাজ্জাল থেকে সুরক্ষা কামনাঃ রাসূল সা. সাধারনত সালাতের ভিতর নিয়মিতভাবে দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে সুরক্ষা কামনা করতেন এবং এমনভাবে সুরক্ষা কামনা করতে আমাদেরকেও আদেশ করেছেন। বর্নিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال .رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال (رواه البخاري .

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ (সালাতের ভিতর) তোমরা যখন শেষ তাশাহহুদ সমাপ্ত করবে তখন ৪টি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা কামনা করবে..

- জাহান্নামের আযাব থেকে
- কবরের আযাব থেকে
- জীবন-মরনের ফিতনাহ থেকে
- মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে (মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেছেনঃ (সালাতের ভিতর তাশাহহুস সমাপ্ত করার পর) রাসূল সা. দোয়া করে বলতেন হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুরক্ষা কামনা করছি..

- কবরের আযাব থেকে
- জাহান্নামের আযাব থেকে
- জীবন-মরনের ফিতনাহ থেকে
- মাসীহ দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্যঃ

- সুন্নাহ হচ্ছে সালাতের ভিতর দোয়া করা আর সালাত সমাপ্ত করে আযকার (যিকর ও তাসবীহ) করা
- ফরজ ও নফল সকল সালাতের ভিতরেই দোয়া করা সুন্নাহ
- সালাতের ভিতর, সাজিদাহ, দুই সাজিদাহর মধ্যখান, তাশাহহুদের পর, এ তিন সময় হচ্ছে দোয়ার বিশেষ সময়
- বিশেষ প্রয়োজনে সালাতে দাড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে বা পরেও দোয়া করা যায়
- দোয়ার মূল বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাই দোয়া বুঝে করতে হয় আর এজন্য সালাতের ভিতরেও আরবিসহ যে কোনো ভাষায় দোয়া করা যায়।
- সালাত সমাপ্ত করার পর সম্মিলিত মোনাজাত বিদয়াতের শামিল।
- এসব বিষয়ে আরো সবিস্তারে জানতে দেখুন আমাদের "সালাত" বই।

ঈসা আলাইহি-স-সালাম

আগমনের পটভূমিঃ মহান আল্লাহর একটি চিরাচরিত নিয়ম হলঃ জাতীয়ভাবে রাসূলের বিরোধিতা করা হলে আযাব দিয়ে এ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া। আগেকার প্রতিটি জাতিকে তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের সামনেই ধ্বংস করা হয়েছে।

ঈসা আ. ইয়াহুদীদের প্রতি প্রেরিত ছিলেন। তারা তাকে মেনে নেয়নি বরং জারজ বলে গালি দিয়েছে, বিরোধিতা করেছে এবং হত্যার জন্য বাড়ি ঘেরাও করেছে, তার জন্য ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করেছে।

তথাপিও আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেননি বরং ঈসা আ.কে নিরাপদে আকাশে তুলে নিয়েছেন। কিয়ামতের আগে তিনি আবার পৃথিবীতে নেমে আসবেন। তখন মাহদীর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধই হবে ইসলামের ইতিহাসে সর্বশেষ ও চুড়ান্ত যুদ্ধ, এ যুদ্ধে ধ্বংস হবে ইয়াহুদ। মহান আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ঈসা আ.র সামনে ধ্বংস করবেন। মাহদী যখন দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হবেন। এমন সময় আকাশ থেকে নেমে আসবেন ঈসা আঃ।

ঈসা আ.র পরিচয়ঃ ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সতী সাধবী মারইয়ামের একমাত্র ছেলে। তার বিশেষ উপাধি রুহুল্লাহ (আল্লাহর শক্তি) ঈসা আ.র জন্ম হয়েছে আল্লাহর কুদরতে বিনা বাপে। আল্লাহ ফিরিস্তা পাঠিয়ে মাতৃগর্ভে ঈসার রুহ ফুকে দিয়ে ছিলেন।

বর্তমান ফিলিস্তিনের বাইতু-ল-মুকাদ্দাস (জেরু-সালেম/জেরুজালেম) শহরের বাইতু-ল-লাহম নামক স্থানে ঈসা আ.র জন্ম হয়েছে। জন্মের পর থেকেই ঈসা আ. কথা বলেছেন। তখন থেকেই তিনি নবী ও রাসূল।

ঈসা আ.র কাছে অনেক মু'জিযা ছিল। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং জন্মান্ধসহ সকল রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন। তার সঙ্গী ছিল ১২জন। তাদেরকে হাওয়ারী বলা হত।

ঈসা আ.র আকাশে আরোহণঃ ইয়াহুদ ঈসা আ.কে মেনে নেয়নি। তারা তাকে জারজ বলে গালি দিত, তিরস্কার করত। ইয়াহুদ জাতিগতভাবে ঈসা আ.কে মেনে না নিলেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই মেনে নিয়েছিল।

ঈসা আ.র বয়স তখন ৩৩, তাকে হত্যার জন্য প্রায় ৪হাজার ইয়াহুদ রাতের আঁধারে তার ঘর অবরোধ করল। বিষয়টি আগ থেকে আঁচ করতে পেরে ঈসা আ. সাহায্যের আবেদন জানালেন। হাওয়ারীগণ তার সাহায্যে এগিয়ে এলো। তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ১২জন হাওয়ারী তার ঘরে অবস্থান নিল।

রাতে ঈসা আ. বিদায়ী ভাষন দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেনঃ কে রাজি আছ? যাকে আমার জুব্বা ও লাঠি দেয়া হবে, তার চেহারাকে আমার চেহারায় রূপান্তরিত করা হবে। সে বাহিরে গেলে লোকজন আমি মনে করে শূলীতে চড়াবে। যে রাজি হবে পরকালে সে আমার সঙ্গী হবে।

এক এক করে তিন ব্যক্তি উঠে দাড়াল। ঈসা আ. একজনকে পছন্দ করলেন। তাকে ঈসা আ.র পোষাকে সজ্জিত করা হল, হাতে দেয়া হল ঈসা আ.র লাঠি, তার চেহারা ঈসা আ.র চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। লোকটি বাইরে গেলে অপেক্ষমাণ ইয়াহুদ ঈসা মনে করে তাকে শূলীতে চড়াল। এভাবেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। পরে দিনের আলোতে ইয়াহুদগণ বুঝতে পারল তারা যাকে শূলীতে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়েছে তিনি ঈসা নন। ইরশাদ হচ্ছে.. তাদের কুফরের কারনে, মারইয়ামকে জঘন্যতম অপবাদ দেয়ার কারনে, "আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা বিন মারইয়ামকে হত্যা করে ফেলেছি" এমন বলার কারনে (আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন) আসলে তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলিতে চড়ায়নি। তাদের জন্য (অন্যকে ঈসার) সাদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের যারা এ(ঈসাকে হত্যার)ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছে তারাও সন্দিহান। তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান ছিল না। তারা শুধুই ধারনা করেছিল। আসলে নিশ্চিত ব্যাপার হলঃ তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি। (৪ নিসাঃ ১৫৬,১৫৭)

আল্লাহ ঈসা আ.কে আকাশে তুলে নিলেন। (১২-১=) ১১জন হাওয়ারী স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে গেল এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তারা বিভক্ত হয়ে পড়ল। ১১জনের মাঝে ৭জন বললঃ তিনি মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং খোদা বা খোদার ছেলে। আর ৪জন বললঃ তিনি খোদা নয়, খোদার ছেলেও নয়। তিনি ছিলেন মানুষ, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

যে ৪ ব্যক্তি ঈসা আ.কে মানুষ ও আল্লাহর দাস বলে ছিলেন। বাকি ৭জন মিলে (তাদের বিবেচনায়) খোদার ছেলেকে অপমানের অপরাধে তাদেরকে হত্যা করেছে। ৭ হাওয়ারী ঈসা আ.র ঘর থেকে বের হল ঈমানশূন্য মুরতাদ হয়ে।

পরে এরাই নাসারা (ঈসার সাহায্যকারী) হিসেবে পরিচিতি পায় এবং এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান থেকে (আল্লাহর বাণী, ঈসা আ.র হাদীছ ও সিরাত মিলিয়ে) একেকটি কিতাব লিখেছে, যার নাম দেয়া হয়েছে বাইবেল। আর এ জন্যই বাইবেলের ৭টি কপি বিদ্যমান।

ঈসা আ.র অবতরণঃ মাহদী যখন দাজ্জালের মোকাবিলায় সৈন্য সমাবেশ করে দামেস্কের পাশে শিবির স্থাপন করবেন। তখন দুই ফিরিস্তার কাঁদে ভর করে অবতরণ করবেন ঈসা আ.। তিনি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

দাজ্জালের সাথে যুদ্ধই হবে ইসলামের শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর মাহদী মারা যাবেন। ঈসা আ. হবেন বিশ্ব বিজয়ী মুসলিম নেতা। ঈসা আ.র নেতৃত্বে দুনিয়াকে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত করা হবে। গড়ে তুলা হবে শিরক মুক্ত বিশ্ব। তখন সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বেঁচে থাকার সুযোগ থাকবে না।

ঈসা আ. হবেন বিশ্ব নেতা। দুনিয়া তখন ন্যায় ইনসাফে ভরে উঠবে। খোলে দেওয়া হবে দুনিয়ার বরকতের সকল দ্বার। সোনা রূপার পাহাড় ভেসে উঠবে। সম্পদে ছেয়ে যাবে সবদিক। সবাই তখন ধনী হয়ে যাবে। লোকজন যাকাত আলাদা করবে কিন্তু গ্রহণ করার মত কাউকে খোঁজে পাবে না। বর্নিত হচ্ছে..

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ ওই সত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন! অচিরেই ঈসা বিন মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মাঝে আসবেন। তিনি ক্রস ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন (মানে খৃষ্টান সংস্কৃতি ধ্বংস করবেন) এবং জিযিয়া বিলুপ্ত করবেন (তখন মুসলিম না হয়ে কেউ রক্ষা পাবে না) তখন সম্পদ এতো বেশী হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না। তখনকার সময়ে একটি মাত্র সিজদাহ দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সম্পদ থেকে উত্তম হবে। এ পর্যন্ত বর্ননার পর আবু-হুরাইরা বললেনঃ চাইলে (প্রমান স্বরূপ) এ আয়াতটি পড়ে নাও "তার (ঈসার) মৃত্যুর আগে আহলে কিতাবের সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে"। (নিসাঃ ১৫৯) (বুখারী, মুসলিম)

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم.
وفي صحيح مسلم عن جابر رض قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة لهذه الأمة.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ কেমন হবে! যখন ঈসা বিন মারইয়াম তোমাদের কাছে অবতরন করবেন তবুও তোমাদের নেতা হবেন তোমাদেরই একজন। (বুখারী ও মুসলিম)

জাবির রা. বলেনঃ আমি শুনেছি, রাসূল সা. বলেছেনঃ সদা-সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর অবিচল থেকে যুদ্ধ করে যাবে, আর এভবেই কিয়ামত চলে আসবে। এমনি এক যুদ্ধকালীন সময়ে ঈসা বিন মারইয়াম অবতরন করবেন, তখন তাদের নেতা বলবেঃ আসেন! আমাদের নেতৃত্ব দেন। তখন ঈসা বলবেঃ না, তোমরাই একে অপরের উপরে নেতৃত্ব করবে, এটা হল এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য। (মুসলিম)

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, হে দয়াময়! তোমার বান্দা হিসেবে আমাদের গ্রহণ কর। তোমার বাতানো ও রাসূল সাঃর আদর্শ মেনে তোমার ইবাদাত করার তাওফিক্ব দান কর। সঠিক নীতিমালা মেনে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক জ্ঞান অর্জনের তাওফিক্ব দাও। বিভ্রান্তির সকল পথ থেকে হেফাজত কর এবং দলাদলি ও মনগড়া পথ থেকে সুরক্ষা দাও। আমীন।।

আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস সমাপ্ত। সবাইকে ধন্যবাদ এবং দোয়ার আবেদন রইল।